ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান

www.pathagar.com

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রকাশকাল : মে, ২০১২
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯
জুমাদাল উলা, ১৪৩৩

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Islami Bicher Byabostha Written by Maolana Muhammad Atiqur Rahman and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition May-2012 Price Taka 50.00 only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মানুষ সামাজিক জীব। একে অপরের কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া এবং একে অপরকে সহযোগিতা করা মানুষের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সহযোগিতা করতে গিয়ে এবং সহযোগিতা নিতে গিয়ে কখনো কখনো মানুষ বাড়াবাড়ি করে, সীমালংঘন করে। এতে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়। মানুষ কষ্ট পায়। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে সমাজকে আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যই বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো বিচারের ক্ষেত্রেও ইসলাম অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে ইসলামের বিচার ব্যবস্থা অনুপম, অতুলনীয়।

সংক্ষেপে হলেও মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান ইসলামী বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন তাঁর এই পুস্তিকায়।

আমাদের বিশ্বাস, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে পুস্তিকাটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমরা পুস্তিকাটির দিকে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

■ ভূমিকা ॥ ৯
■ ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কী ॥ ৯
■ বিচার ব্যবস্থার আবশ্যকতা ॥ ৯
■ বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্য ॥ ১০
■ বিচারের ক্ষেত্রে কারো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা যাবে না ॥ ১১
■ বিচার ব্যবস্থা একটি আমানাত ॥ ১২
■ ফায়সালা করতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসারে ॥ ১২
■ বিচার হতে হবে ন্যায় ভিত্তিক ॥ ১৫
■ সুন্নাহর আলোকে বিচার ব্যবস্থা ॥ ১৬
■ নবুওয়াত যুগে বিচার ব্যবস্থা ॥ ১৭
■ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিচার ব্যবস্থা ॥ ২০
■ ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা সম্পর্কে বিবেক বুদ্ধির রায় ॥ ২৮
■ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচারক হওয়ার শর্তাবলী ॥ ৩০
■ বিচারকের মর্যাদা ॥ ৩১
■ ইজতিহাদী যোগ্যতা ॥ ৩২
■ বিচারকের আচরণ ॥ ৩৫
■ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ॥ ৩৫

ইসলামী আদালত ॥ ৩৮

■ বিচারকের আদব বা শিষ্টাচার ॥ ৩৮
■ ক. বিচারকের ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ ॥ ৩৮
❖ বিচারকের হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ ॥ ৪০
❖ বিচারকের জন্য দাওয়াত কবুল করার নীতিমালা ॥ ৪২
❖ রুগী দেখতে যাওয়া ও জানাযায় শরীক হওয়া ॥ ৪৩
❖ বিচারকের এজলাস ও তাঁর আবাসস্থল ॥ ৪৪
❖ বিচারকের পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ ৪৫

www.pathagar.com

❖ মামলার শুনানীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ.॥ ৪৬
❖ বিচারের মজলিসে 'আলিমদের উপস্থিতি এবং তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ ॥ ৪৮
❖ বিচারক মামলার রায় কখন দেবেন ॥ ৪৮
❖ দু'পক্ষের মাঝে আপোস-মীমাংসার নির্দেশ ॥ ৪৯
■ খ. বাদী-বিবাদীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ ॥ ৫০
■ গ. সাক্ষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ ॥ ৫৫
ইসলামী আদালতের কয়েকজন প্রখ্যাত বিচারক ॥ ৫৭
■ আবু হুরাইরা (রা) ॥ ৫৭
■ কাযী আয়াস ইবনু মু'আবিয়া ॥ ৫৮
■ হাসান বসরী (রহ) ॥ ৬২
■ সাউয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ ॥ ৬৩
■ কাযী শুরাইহ্ ॥ ৬৬
■ কাযী ইমাম আবু ইউসুফ ॥ ৭৬
■ তথ্যসূত্র ॥ ৭৮

www.pathagar.com

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

ভূমিকা

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ইসলাম স্রষ্টাকর্তৃক প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে। অপরদিকে হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। গড়ে তুলতে চায় শান্তিপূর্ণ ও অপরাধমুক্ত একটি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সমাজ। আর এর জন্য প্রয়োজন ইনসাফভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। তাই ইসলাম অন্যান্য বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এমন এক বাস্তবধর্মী ও ইনসাফপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা কায়েম করেছিলো যেখানে ধনী-নির্ধনী, আমীর-গরীব ও আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কোনো পার্থক্য ছিলো না। অপরাধ নির্মূলের ক্ষেত্রে যার ছিলো অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা। এহেন বিচার ব্যবস্থা কায়েমের ফলে তৎকালীন সমাজের লোকেরা ভোগ করেছিলো অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা। যালিম পেতো যুল্মের যথোচিত শাস্তি; মাযলূম লাভ করতো বুকভরা স্বস্তি। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা ইসলামের এই সুমহান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কী?

যে ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত আইন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রদর্শিত নীতি অনুযায়ী ফায়সালা করা যায় তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা (বাদায়েউস্ সানায়ে' খণ্ড : ৯, পৃ. ৪৭৮)

বিচার ব্যবস্থার আবশ্যকতা

বিচার ব্যবস্থা কতটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কুরআন, সুন্নাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদিই তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। গোটা মুসলিম উম্মাহ এর আবশ্যকতা সম্পর্কে একমত। শরী'আতের দৃষ্টিতে বিচার কায়েম করা ফরযে কিফায়া। (মঈনুল হুক্কাম, পৃ. ৭, আদাবুল কাযী, খণ্ড : ১, পৃ. ১১৭)

www.pathagar.com

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্য

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু স্রষ্টা, সুতরাং সৃষ্টি তার হুকুমেই চলবে। সৃষ্টি ও অন্যান্য কার্যক্রমে যেমন কেউ তাঁর শরীক নেই, তেমনি হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রেও কাউকে তিনি শরীক করেন না। ইরশাদ হচ্ছে :

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

"শুনে নাও, সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই। আর তিনিই একমাত্র হুকুম দেয়ার মালিক।" (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৫৪)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ.

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলতে পারে না।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪০)

وَلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحَدًا.

"তিনি (আল্লাহ) তাঁর হুকুমে (কর্তৃত্বে ও ক্ষমতায়) অপর কাউকে শরীক করেন না। (সূরা আল কাহফ, আয়াত : ২৬)

অতীতেও নবী, আল্লাহওয়ালা ও 'আলিমদের (ধর্মীয় পণ্ডিত) নীতি ছিল আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মুতাবিক বিচার-ফায়সালা করা। কেননা তাঁরা ছিলেন আল্লাহর কিতাবের হিফাযাতকারী। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ .

"নিঃসন্দেহে আমি (মূসার কাছে) তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিলো পথ-নির্দেশ ও আলোকবর্তিকা। আল্লাহর অনুগত নবীগণ, অনুরূপভাবে (নবীর অবর্তমানে) আল্লাহওয়ালা ও 'আলিমগণ এরই ভিত্তিতে ইয়াহূদীদের যাবতীয় বিষয়ের বিচার-ফায়সালা করতেন। কেননা, (নবীর পর) আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষণের দায়িত্ব এদেরকেই দেয়া হয়েছিলো। তাঁরা (নিজেরাও) ছিলেন এর (প্রত্যক্ষ) সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, একান্তভাবে আমাকেই ভয় করো। এবং আমার আয়াতসমূহকে কম দামে বিক্রি করো না।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৪)

www.pathagar.com

বিচারের ক্ষেত্রে কারো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা যাবে না

হযরত দাউদ (আ)-কে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল :

يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"হে দাউদ, আমি তোমাকে যমীনের বুকে খলীফা নিযুক্ত করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়সালা করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।" (সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৬)

নবী করীম (সা) এর প্রতিও নির্দেশ ছিলো, যেনো তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী মানুষের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ বিষয় মীমাংসা করেন। আল্লাহ বলেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

"(হে মুহাম্মাদ) আমি তোমার প্রতি সত্যগ্রন্থ নাযিল করেছি- যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর সংরক্ষণকারী। সুতরাং তুমি তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয় আল্লাহ যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই ফায়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য (দীন) এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৮)

আরো বলা হলো, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে উপেক্ষা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটা অবাধ্যতার শামিল। আর আল্লাহর ফায়সালাই সর্বোত্তম। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ - أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

"(অতএব, হে মুহাম্মাদ) তুমি তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ যে

www.pathagar.com

বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে ফায়সালা কর। কখনো তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং তাদের (ষড়যন্ত্র) থেকে সতর্ক থেকো যেনো তারা তোমাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে যা আল্লাহ্ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। অতঃপর তারা যদি (তোমার ফায়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রেখো, তাদের কতক পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। আর মানুষের মধ্যে অধিকাংশই নাফরমান বা অবাধ্য।

তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিচার-ফায়সালা কামনা করে? অথচ (আল্লাহতে) বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চাইতে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে?" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৯-৫০)

বিচার ব্যবস্থা একটি আমানাত

বিচার-ফায়সালা একটি আমানাত। তাই সত্য ও ন্যায়পরায়ণতাকেই এক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা যাবেনা। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

"(হে মুমিনগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানাতসমূহকে তার (যথার্থ) প্রাপকদের নিকট পৌছে দেবে। আর তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবে তখন ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেন তা বড়ই চমৎকার। অবশ্যই আল্লাহ (সবকিছু) শোনেন এবং দেখেন। (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৮)

ফায়সালা করতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসারে

মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হল যেনো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং দায়িত্বশীল বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের আদেশ মেনে চলে। আর নিজেদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তা যেনো আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের এটাই দাবী। আর এতেই রয়েছে অতীব কল্যাণ ও সুন্দর পরিণতি।

www.pathagar.com

ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রাসূলদের এবং সেসব লোকদের যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী। অতঃপর তোমাদের মাঝে যদি কোন ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা (নিষ্পত্তির জন্য) রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে থাকো। আর এটাই (বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং পরিণতির দিক থেকেও উত্তম।" (সূরা আন নিসা, আয়াত : ৫৯)

আরো আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শরী'আতের অনুসরণ করতে হবে। কারো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা যাবে না।

ইরশাদ হয়েছে :

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"অতঃপর (হে নবী!) আমি তোমাকে একটি সুস্পষ্ট শরী'আতের (দীন) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি শুধু এ শরী'আতই মেনে চল, অজ্ঞ লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।" (সূরা আল জাসিয়া, আয়াত : ১৮)

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ.

"(হে মানুষ!) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার (যথাযথ) অনুসরণ করো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন অভিভাবকের অনুসরণ করো না।" (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৩)

মু'মিনগণ তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর রাসূলকেই (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে এবং তিনি যে ফায়সালা দিবেন দ্ব্যর্থহীন চিত্তে তাঁর সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দেবে। ইরশাদ হচ্ছে :

www.pathagar.com

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

"না, (হে মুহাম্মাদ) তোমার রবের কসম তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকেই একমাত্র বিচারক হিসেবে মেনে নেবে, অতঃপর তুমি যা ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না। বরং তোমার দেয়া ফায়সালা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।" (সূরা আন্ নিসা, আয়াত : ৬৫)

যখন মু'মিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের সামনে শুধু একটি পথই খোলা থাকে। আর তাহলো উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দেয়া। এটাই হলো সফলতার পথ। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"মু'মিনদের কাজই হচ্ছে, যখন তাদের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয় তখন (খুশী মনেই) তারা বলে, হাঁ আমরা শুনলাম এবং মেনেও নিলাম। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে সফলকাম।" (সূরা আন্ নূর, আয়াত : ৫১)

আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতই হবে বিচার ফায়সালার ভিত্তি। তা না করা হলে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ হুমকী ও কঠোর সর্তকবাণী। আল-কুরআন একে কুফর, যুলম এবং নাফরমানী বা অবাধ্যতা বলে আখ্যায়িত করেছে।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

"আর যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তারা (হচ্ছে) কাফির।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৪)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

"আর যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা (হচ্ছে) যালিম।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৫)

www.pathagar.com

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

"যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা ফাসিক।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৭)

একদিকে ঈমানের দাবী করা হবে, অপরদিকে উপেক্ষা করা হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের আইনকে এমনটা হতে পারে না, পবিত্র কুরআন কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছে।

ইরশাদ হচ্ছে :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

"(হে নবী!) তুমি কি তাদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করনি যারা মনে করে যে, তারা সেই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই কিতাবসমূহের প্রতি যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। এরা নিজেদের বিভিন্ন (বিরোধপূর্ণ) বিষয়ে বিচার-ফায়সালার জন্য তাগুতের (খোদাদ্রোহী শক্তি) শরণাপন্ন হতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তারা একে (তাগুতকে) অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ শয়তান এদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।" (সূরা আন নিসা, আয়াত : ৬০)

وَإِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

"যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাদের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসা করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একটি দল পাশ কেটে সরে পড়ে।" (সূরা আন নূর, আয়াত : ৪৮)

বিচার হতে হবে ন্যায় ভিত্তিক

বিচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিষয়টির ওপর সব চেয়ে বেশি জোর দিয়েছে তা হচ্ছে "আদ্‌ল ও কিস্‌ত" অর্থাৎ বিচার হতে হবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا.

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা (সর্বদাই) ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিজেকে পেশ কর, যদি তা তোমার নিজের অথবা পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেও হয় (তবুও তোমরা তা করবে)। সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব (নিজ দলের নাকি অন্য দলের এটা কখনো দেখবে না)।" (সূরা আন নিসা, আয়াত : ১৩৫)

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"যদি তুমি (হে নবী) তাদের বিচার ফায়সালা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই ন্যায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ন্যায় বিচারকদের ভালবাসেন।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪২)

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰىٓ أَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

"হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর জন্যে সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়গত শত্রুতা যেনো তোমাদেরকে সুবিচার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা সুবিচার কর। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৮)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

"আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায় দণ্ড (ন্যায়নীতি), যাতে মানুষ (এর মাধ্যমে) ন্যায় ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" (সূরা আল হাদীদ, আয়াত : ২৫)

সুন্নাহর আলোকে বিচার ব্যবস্থা

বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করা

www.pathagar.com

সম্ভব হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলা অপরিহার্য। রাসূলকে অমান্য করার মানেই আল্লাহকে আমান্য করা। আমীর বা নেতার আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যের শামিল।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الأمير فقد عصاني .

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো, যে আমার নাফরমানী করলো সে আল্লাহর নাফরমানী করলো। যে আমীরের আদেশ অমান্য করলো সে যেনো আমার নাফরমানী করলো। (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

শরী'আতের ফায়সালা মনঃপূত হোক বা না হোক তা মেনে নেয়া মু'মিনদের জন্য অপরিহার্য। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

السمع والطاعة على المرء المسلم في ما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة.

"(শরী'আতের নির্দেশ) শোনা ও আনুগত্য করা মু'মিনদের জন্য অপরিহার্য তা তার পসন্দ হোক কিংবা অপসন্দ হোক, যতক্ষণ না কোন অন্যায়ের আদেশ করা হয়, যদি অন্যায়ের আদেশ করা হয় তাহলে তা শোনা ও মানা যাবে না। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

নবুওয়াত যুগে বিচার ব্যবস্থা

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং বিচার কার্য পরিচালনা করেন এবং রায় প্রদান করেন। যেমন, হামযা (রা) এর কন্যার লালন-পালনের ব্যাপারে আলী, জা'ফর ও যায়িদ (রা) এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খিদমাতে পেশ করা হল। তিনি তিন জনেরই দাবী এবং দাবীর সপক্ষে যুক্তিসমূহ শ্রবণ করলেন। অতঃপর এই বলে জা'ফরের পক্ষে রায় দিলেন যে, "খালা মায়ের সমতুল্য।" (আকযিয়াতু রাসূলিল্লাহ, পৃ: ৩৯৪)

www.pathagar.com

আরদ বিন যাম'আ ও সা'দ (রা) এর মধ্যে বংশ পরিচয় প্রমাণের এক মোকদ্দামা পেশ করা হলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, الولد للفراش وللعاهر الحجر অর্থাৎ "বিছানা যার সন্তান তার- ব্যভিচারীর শাস্তি পাথর।" এই বলে আরদ বিন যাম'আর পক্ষে রায় দেন। (যাদুল মা'আদ, খণ্ড : ৪, পৃ. ১১৩)

একবার যুবাইর (রা) এবং এক আনসারীর মধ্যে পানি নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মীমাংসা করে দেন। (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

বারাআ ইবন 'আযিব ও জনৈক আনসারীর মধ্যে চারণভূমি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে এভাবে ফায়সালা প্রদান করেন যে, ক্ষেতের মালিকের দায়িত্ব হলো সে দিনের বেলা তার ফসলের হিফাযাত করবে। আর পশুর মালিকের দায়িত্ব সে রাতের বেলা তার পশু বেঁধে রাখবে। (আদাবুল কাযী, খণ্ড: ১, পৃ. ১৩)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল নিজেই বিচার-ফায়সালা করেননি, বরং বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কিরামকে বিভিন্ন এলাকার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। আলী (রা) কে তিনি ইয়ামানের কাযী নিযুক্তি করেন। আলী (রা) স্বীয় অপরিণত বয়সের উল্লেখ করে আপত্তি জানালে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে পথ দেখাবেন। যখন দু'পক্ষ (বাদী-বিবাদী) তোমার সামনে উপস্থিত থাকে তখন উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনে কোন একজনের পক্ষে রায় দেবে না। কেননা সুষ্ঠু ফায়সালার জন্য এটাই সঠিক পন্থা। (আখবারুল কোযাত)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আয ইবন জাবালকে যখন ইয়ামানের শাসনকর্তা ও বিচারক নিযুক্ত করেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন্ নীতির ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করবে? তিনি জবাব দেন, আমি আল কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রাখবো। যদি তাতে সমাধান খুঁজে না পাই তবে ইজতিহাদ করবো অর্থাৎ আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুক্তিসংগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ন্যায় বিচার করবো। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আযের বুকের উপর হাত রেখে বলেন : "আল্লাহর শোকর, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে সেই কাজটি করার যোগ্যতা দান করেছেন, যা তাঁর রাসূলের পসন্দনীয়।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, তাবারানী, বাইহাকী)

www.pathagar.com

এমনিভাবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলা ইবন হাযরামীকে বাহরাইনের বিচারক নিযুক্ত করেন। এক দীর্ঘ চিঠিতে তিনি তাকে লিখেন : "বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে আলা ইবন হাযরামী ও তার সাথী মুসলিমদের উদ্দেশ্যে।

"হে মুসলিমগণ, আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করে চলো, আমি আলা ইবন হাযরামীকে তোমাদের বিচারক নিযুক্ত করেছি এবং তাকে এ নির্দেশ দিয়েছি, সে যেনো আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং তোমাদের সাথে সদয় আচরণ করে। সব বিষয় নিষ্ঠার সাথে উত্তমরূপে সম্পাদন করে। তোমাদের ও অন্যদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা করে। আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, যদি সে ন্যায় বিচার করে, ইনসাফের ভিত্তিতে বণ্টন করে, দয়া চাওয়া হলে দয়া করে, তাহলে তার আদেশ মানবে– তার কথা শুনবে, উত্তম পন্থায় তার সহযোগিতা করবে। মনে রেখ তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে বড় অধিকার হলো, তোমরা আমার নির্দেশ পালন করবে।" (আল হাফেয ফিল মুতালিবিল আলীয়া, খণ্ড : ২, পৃ. ২৩৭)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কোনো সাহাবীকে স্বয়ং তার উপস্থিতিতেই বিচারকার্য পরিচালনার আদেশ দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল বিচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা। 'আমর ইবনুল 'আস বলেন, একবার দু' ব্যক্তি এসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট মোকদ্দমা দায়ের করলো। তিনি আমাকে বললেন : হে 'আমর, এদের মোকদ্দমার ফায়সালা করে দাও। আমি বললাম, আমার পরিবর্তে আপনি ফায়সালা করে দেয়াটাই উত্তম হবে। তিনি বললেন, তবুও আমার উপস্থিতিতে তুমিই ফায়সালা করে দাও। আমি বললাম, এতে আমি কি প্রতিদান পাবো। তিনি বললেন, যদি তোমার রায় সঠিক হয় তবে তুমি দশটি নেকী পাবে। আর সঠিক রায় প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুল হয়ে যায়, তবে তুমি একটি নেকী পাবে। (মুসনাদে আহমাদ)

এমনিভাবে 'উমার ফারুক, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, দাহ্ইয়ায়ে কালবী, আবু মুসা আল আশ'আরী, উবাই ইবন কা'ব, যায়িদ ইবন সাবিত ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে বিচারকার্য পরিচালনা করেছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। (আদাবুল কাযী, খণ্ড : ১, পৃ. ১৩১-১৩২)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিয়ম ছিল, কোন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে সেখানে তিনি একজন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিতেন। উক্ত সাহাবী

www.pathagar.com

তাদেরকে দীন শিক্ষা দিতেন এবং তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা করতেন। (ইত্তেহাফু যবিল ফাযায়েল, পৃ. ১১৬)

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিচার ব্যবস্থা

মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবর্তমানে খুলাফায়ে রাশেদীন এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেন এবং একটি পরিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন, আবু বাকর (রা) স্বয়ং লোকদের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করেন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিচারকও নিযুক্ত করেন। (আদাবুল কাযী, খণ্ড : ১, পৃ. ১৩৩)

তিনি আনাস ইবন মালিককে বাহরাইনের বিচারক নিযুক্ত করেন। এও জানা যায় যে, তিনি 'উমার (রা) কে বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। অবশ্য এক বছর তার আদালতে কোন মামলা দায়ের হয়নি। (আখবারুল কোযাত, খণ্ড: ১, পৃ. ১০৪)

ফারুক (রা) নিজেও মামলা মোকদ্দামার ফায়সালা দিয়েছেন এবং আবু মুসা আল আশ'আরী (রা)কে বসরার বিচারক আর 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)কে কূফা নগরীর বিচারক নিযুক্ত করেন। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, খণ্ড : ৪, পৃ. ৮২ ও খণ্ড : ৬, পৃ. ৭)

বিচারকার্য সম্পর্কে 'উমার (রা) আবু মুসা আল আশ'আরীকে একটি ফরমান পাঠান। ফরমানটি ছিল নিম্নরূপ :

"আল্লাহর বান্দাহ 'উমার ইবনুল খাত্তাব আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে আবু মুসা আল আশ'আরীর নামে−

بسم الله الرحمن الرحيم

عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعرى

السلام عليكم

أما بعد : فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم اذا إدلى اليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذله – آس الناس فى مجلسك وفى وجهك وقضائك حتى لايطمع شريف فى حيفك ولا ييئاس ضعيف من عدلك، البينة على المدعى واليمين على من أنكر، والصلح جائزبين المسلمين إلا صلحًا أحل

www.pathagar.com

حرامًا وحرم حلالاً، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهى إليه فإن بينه أعطيته بحقه، وان أعجزه ذلك استحلت عليه القضية، فإن ذلك هوأبلغ فى العذر وأجلى للعماء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شئ، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربًا عليه شهادة زور، أو مجلودًا فى حدٍ أوظنينا فى ولاء أوقربة، فان الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلابالبينات وإلايمان، ثم الفهم الفهم فيما ادلى إليك مما ورد اليك فماليس فى قرأن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس والتنكر عند الخصومة فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجرويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته فى الحق ولو على نفسه كفاه الله مما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فى نفسه فان الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًا فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته.

والسلام عليكم ورحمة الله.

আসসালামু আলাইকুম।

অতঃপর বিচার একটি অপরিহার্য কর্তব্য ও চিরঅনুসৃত পন্থা। সুতরাং তোমার নিকট কোন মোকদ্দামা পেশ করা হলে ভালোভাবে বিষয়টা বুঝে নেবে। কারণ সত্য প্রকাশ করে কোনো লাভ হয়না যদি বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়। তোমার দরবারে এবং লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে। যাতে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের

www.pathagar.com

আশা না করে এবং কোন দুর্বল ব্যক্তি তোমার সুবিচার থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা না করে। কোন অসহায় যেনো তোমার ভয়ে ভীত না হয়। ফরিয়াদীর উপর প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারী আসামীর জন্যে শপথ গ্রহণই যথেষ্ট। মুসলিমদের আপোষ মীমাংসা বৈধ। কিন্তু এমন মীমাংসা নয়, যা বৈধকে অবৈধ করে এবং অবৈধকে বৈধ করে।

যে ব্যক্তি তোমার নিকট এসে দাবী করে যে, তার অবস্থানের সপক্ষে সত্যতা রয়েছে তবে ঐ মুহূর্তে প্রমাণ পেশ করতে সে অক্ষম, এমতাবস্থায় তাকে এতোটুকু অবকাশ দাও যাতে সে প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে। ইতোমধ্যে সে যদি প্রমাণ উপস্থিত করে তবে তার ভিত্তিতে সে তার হক আদায় করে নেবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে রায় দিতে তোমার কোন অসুবিধে নেই। এতে করে তার আপত্তি পেশ করার কোন সুযোগ থাকে না। বরং তার অদূরদর্শীতাই সুস্পষ্ট হয়ে পড়বে।

গতকাল যে বিষয়ে তুমি বিচার করেছো তার পুনর্বিচারে কোন দোষ নেই। আজ আবার নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যদি তুমি সত্যে উপনীত হও তাহলে নির্দ্বিধায় সত্যের দিকে ফিরে যেতে পারো। কারণ সত্যই শ্বাশত, কোন বস্তুই তাকে বাতিল করতে পারে না। মনে রেখো, মিথ্যাকে আঁকড়ে থাকার চেয়ে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই অধিক শ্রেয়।

মুসলিমরা ন্যায়পরায়ণ। তাদের একের সাক্ষ্য অপরের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য। অবশ্য শরী'আতের বিধান মত শাস্তিপ্রাপ্ত, মিথ্যা সাক্ষ্য দানে অভ্যস্ত এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম।

মানুষের গোপন বিষয়গুলোর দায়-দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর রেখেছেন। তোমার দায়িত্ব শুধু উপস্থিত প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করা। স্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তিমূলক শপথ ব্যতীত হদ (বিধিবদ্ধ দণ্ড) জারি করা যায় না। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদেরকে হদ জারির কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহে কোন দিক-নির্দেশনা নেই এবং তোমার অন্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আবর্তিত হতে থাকে সেসব বিষয়ে ভালো করে বুদ্ধি খাটাও এবং চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাও। অতঃপর জানতে চেষ্টা করো কুরআন হাদীসে অনুরূপ

www.pathagar.com

কোন দৃষ্টান্ত মেলে কিনা, অতঃপর বিষয়টিকে ঐ দৃষ্টান্তের উপর অনুমান করো তারপর তোমার মতে যে সমাধান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল তা গ্রহণ করো।

আদালত কক্ষে ক্রোধ, সংকীর্ণতা ও অস্থিরতা থেকে নিজকে রক্ষা কর। লোকেরা মামলা নিয়ে এলে কষ্ট ও বিরক্তিবোধ করোনা। কেননা এটাইতো সত্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার স্থান। এ কাজে তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট বিরাট পুরস্কার আর পরকালের উত্তম সঞ্চয়।

সত্য উদঘাটনের ব্যাপারে যার নিয়ত খালিস বা খাঁটি হয়, যদিও তা তার নিজের বিরুদ্ধে হোক, তাহলে মানুষ ও তার মধ্যকার বিষয়ে আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান। অর্থাৎ সে সুবিচার করতে সক্ষম হয়। যে এমন কিছু প্রকাশ করে যা তার অন্তরের কথা নয়, তাহলে মনে রাখবে আল্লাহ তা'আলা বান্দার খালিস (একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত) আমলই কবুল করে থাকেন। সুতরাং তোমার কি ধারণা, এমন ব্যক্তি (যার মনে একটা, প্রকাশ করে আরেকটা) আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময় হিসেবে রাহমাত ও রিযিক লাভের আশা করতে পারে কি? (বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৭, পৃ. ৯, মুকাদ্দামা ইবন খালদুন, খণ্ড, ১, পৃ. ৮২)।

'আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম তাঁর রচিত ই'লামুল মুয়াক্কি'য়ীন গ্রন্থে উপরোক্ত ফরমানটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : এটি একটি অতি উঁচুমানের ফরমান। 'আলিমগণ একে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন এবং বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এর ভিত্তিতে অনেক মূলনীতি প্রনয়ণ করেছেন। হাকিম, বিচারক, মুফতি সবাইকে এর ওপর চিন্তা ও গবেষণা করা প্রয়োজন।

এছাড়া 'উমার (রা) এর অপর একটি চিঠিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যা তিনি সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা)কে লিখেছিলেন। চিঠিটি ছিলো নিম্নরূপ:

السلام عليكم رحمة الله

أما بعد : فإنى كتبت إليك فى القضاء بكتاب لك فيه ونفسى خيرا فالزم خصالاً يسلم دينك، وتأخذ بأفضل حظك عليك، إذا حضر الخصمان

www.pathagar.com

فالبينة العدول والإيمان القاطعة، ادن الضعيف حتى يحتوى قلبه وينبسط لسانه، وتعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه ترك حقه وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسًا واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء.

"অতঃপর, আমি তোমাকে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পর্কে এ চিঠি লিখছি। এতে আমি এমন কিছু বিষয়ে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি যাতে আমাদের উভয়ের কল্যাণ নিহিত। যদি তুমি এই মূলনীতিসমূহকে অনুসরণ করতে পার তাহলে তুমি নিজের দীনকে রক্ষা করতে পারবে এবং বিশেষ কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে।

– যখন কোন মোকাদ্দামায় বাদী-বিবাদী উভয় তোমার সামনে উপস্থিত হয় তখন ফায়সালা দেয়ার আগে দেখবে সাক্ষ্য-প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিনা এবং হলফ বিশ্বাসযোগ্য কিনা। (অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা দেয়া তোমার পক্ষে তখনি সম্ভব হবে যখন উপরোক্ত বিষয়ে তোমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না।)

– দুর্বল ও মাযলুম পক্ষকে কিছুটা কাছাকাছি বসাবে এবং তার সাথে বিনম্র আচরণ করবে। যাতে করে তার মনের কথাগুলো নির্ভয়ে তোমাকে খুলে বলতে পারে।

– মুসাফির (পথিক) এবং অপরিচিত (ভিনদেশী) পক্ষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবে। কারণ মোকাদ্দামায় দীর্ঘ সূত্রিতার ফলে যদি তাকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় তাহলে হতে পারে সে তার অধিকার ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

– যে ব্যক্তি তার মোকাদ্দামা আদালতে পেশ করতে সক্ষম হয় না, পক্ষান্তরে সে তার ন্যায্য অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়।

– উভয় পক্ষের মাঝে যথাসম্ভব আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করবে। তবে তা যেনো ইনসাফ ভিত্তিক ফায়সালার পরিপন্থী না হয়।

এক্ষেত্রে ইসলামের পঞ্চম খালীফা নামে খ্যাত 'উমার ইবন 'আবদুল আযীযের লেখা একটা চিঠির উল্লেখ করাও অপ্রাসংগিক হবে না। বিচার বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কিত এ চিঠি তিনি 'আদী ইবন ইরতাতকে লিখে ছিলেন। চিঠিটির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

أما بعد : فإن رأس القضاء اتباع ما فى كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله ثم الأئمة الهداة، ثم استشارة ذى الرأى والعلم . وأن لا تؤثر أحدا على أحدٍ وأن تحكم بين الناس وأنت تعلم ما تحكم به، ولا تقس، فإن القائس فى الحكم بغير العلم كالأعمى الذى يعشو فى الطريق ولا يبصر فإن أصاب الطريق أصاب بغير علم وإن أخطأه فقد نزل بمنزلة ذاك حين أتى بما لا علم له فهلك وأهلك من معه . فما أتاك من أمر تحكم فيه بين الناس لا علم لك به فسل عنه من يعلم، فإن السائل عما لا يعلم من يعلم أحد العالمين .

"অতঃপর বিচার কার্যের প্রাণসত্তা (মূল) হলো আল্লাহর কিতাব। তাই প্রথমে আল্লাহর কিতাবে সমাধান খুঁজতে হবে। অতঃপর দেখতে হবে রাসূলের সুন্নাহ এবং তদনুযায়ী ফায়সালা দিতে হবে। তারপর হিদায়াতপ্রাপ্ত অর্থাৎ সঠিক পথের ওপর অনঢ় ও অবিচল ইমামগণের মতামতকে সামনে রাখতে হবে। এরপর ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন 'আলিম ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

– উভয় পক্ষের (বাদী-বিবাদী) সাথে সমান আচরণ করতে হবে। এক পক্ষকে অপর পক্ষের ওপর প্রাধান্য দেবে না।

– লোকদের মামলা-মোকাদ্দমার ফায়সালা দেয়ার সময় তোমার ভালোভাবে জানা থাকতে হবে কোন্ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি ফায়সালা দিচ্ছ।

– অনুমানের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে ফায়সালা দেবে না, কারণ না জেনে-বুঝে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে রায় প্রদানকারী ব্যক্তি অন্ধের ন্যায়। অন্ধ ব্যক্তি যেমন অনুমান করে পথ চলতে থাকে, যদি সে সঠিক পথ পেয়েও যায় তবে তা অজ্ঞাতসারেই পেয়ে যায় (চোখে দেখে নয়)। যদি সে পথ হারিয়ে ফেলে তবে সে ঐ অজ্ঞ ও মুর্খ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের অজান্তেই স্বীয় কৃতকর্মের ফলে নিজেও ধ্বংসের মুখে পতিত হয় এবং তার সাথে অন্যদেরকেও ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। যদি এমন কোন বিষয়ে তোমাকে লোকদের মাঝে ফায়সালা দিতে হয় যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তবে তা জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস করে

www.pathagar.com

নাও। কেননা না জানা বিষয়ে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেসকারীও জ্ঞানীদেরই একজন।

উপরোক্ত চিঠিগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায় ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নাফে' বলেন : 'উমার (রা) যায়িদ ইবন সাবিতকে বিচারক পদে নিযুক্ত করেন এবং তার বেতন নির্ধারণ করেন।

একবার 'উমার (রা) ও উবাই ইবন কা'বের মধ্যে একটি বাগান নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তাঁরা উভয়ে যায়িদ ইবন সাবিতের নিকট উপস্থিত হলেন। 'উমার (রা) বললেন : উভয় পক্ষকেই বিচারকের দরবারে হাজির হওয়া জরুরী। যায়িদ ইবন সাবিত তার জায়গা থেকে সরে গিয়ে 'উমারকে সেখানে বসতে অনুরোধ জানালেন, 'উমার বললেন : যায়িদ, তুমি তো শুরুতেই অবিচার করলে। তুমি আমাকে আমার সঙ্গীর সাথে বসাও। অতঃপর উভয়ে যায়িদ ইবন সাবিতের সামনে বসলেন। উবাই স্বীয় দাবী পেশ করলেন। 'উমার (রা) অস্বীকার করলেন। যায়িদ ইবন সাবিত উবাই এর নিকট সাক্ষী তলব করলেন। তিনি বললেন, আমার কোন সাক্ষী নেই। যায়িদ 'উমার (রা)কে বললেন, আপনাকে শপথ করতে হবে। অতঃপর উবাইকে লক্ষ্য করে বললেন : হে উবাই, আমীরুল মু'মিনীনকে শপথের জন্য বাধ্য করো না। 'উমার (রা) যায়িদ ইবন সাবিতকে বললেন, তুমি কি সবার মোকাদ্দামা এভাবে ফায়সালা কর? তিনি বললেন, না। তাহলে অন্যদের মাঝে যেভাবে ফায়সালা কর আমাদের মধ্যেও অনুরূপভাবে ফায়সালা কর। তখন যায়িদ ইবন সাবিত 'উমার (রা)-কে শপথ করার আদেশ দিলেন। 'উমার (রা) বললেন : সেই আল্লাহর কসম যার মালিকানায় আমার প্রাণ, এ বাগানে উবাই- এর কোন অধিকার নেই। এভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে 'উমার (রা) একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেন যা বিচারকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি উত্তম উদাহরণ। উক্তিটি হলো : "যায়িদ ততক্ষণ বিচারক পদের যোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ না 'উমার ও একজন সাধারণ মুসলিম তার দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচিত হয়। (আখবারুল কোযাত, খণ্ড : ১, পৃ. ১০৮-১১০)

www.pathagar.com

'উমার (রা) আইন সম্পর্কে সঠিক পরামর্শ দেয়ার জন্য কয়েকজন বিখ্যাত আইনজ্ঞকে নিয়ে দারুল ইফতা নামক একটি আইনজীবী পরিষদ গঠন করেছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে বিনা ফিসে সেসব লোককে আইনী সহায়তা ও পরামর্শ দিতেন যারা আইনী পরামর্শের জন্যে তাদের শরণাপন্ন হতো। দারুল ইফতা গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল যেনো কেউ প্রচলিত আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার ভান করে আইন অমান্য করতে না পারে। আইন সম্পর্কে জ্ঞাত নয় এমন 'আলিম বা ধর্মশাস্ত্রবিদরা যেনো আইন সম্পর্কে ভুল ফাতওয়া বা মতামত প্রচার করতে না পারেন। এক কথায় জনসাধারণকে আইন সম্পর্কে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার জন্যেই দারুল ইফতা গঠন করা হয়েছিলো। (শিবলি, আল ফারুক, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬)

'উসমান (রা) এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থারও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। 'উসমান (রা) নিজেও মামলা মোকদ্দামার ফায়সালা করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল, যখন দু'পক্ষ তাঁর নিকট কোন মোকাদ্দামা দায়ের করতো, তখন এক পক্ষকে তিনি বলতেন : যাও 'আলীকে ডেকে নিয়ে এসো। আর দ্বিতীয় পক্ষকে পাঠাতেন তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ, যুবাইর ইবনুল 'আউয়াম ও 'আবদুর রাহমান ইবন 'আউফকে ডেকে আনার জন্য। সবাই উপস্থিত হবার পর উভয় পক্ষকে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে বলতেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর 'উসমান (রা) উপরোক্ত সাহাবীদের মতামত জানতে চাইতেন। তাদের রায়ের সাথে 'উসমান (রা) একমত হতে পারলে তদানুযায়ী ফায়সালা করে দিতেন। অন্যথায় পুনর্বিচারের জন্য স্থগিত রাখতেন। এ ছাড়াও শুরাইহকে তিনি কূফা নগরীর বিচারক হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

'আলী (রা) স্বয়ং বহু মোকদ্দামায় ফায়সালা প্রদান করেন। মূলতঃ বিচারকার্যে 'আলী (রা) ছিলেন এক বিচক্ষণ ও বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সব চাইতে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন। তাই 'উমার (রা) বলতেন : لَوْلَا عَلِي لَهَلَكَ عُمَرُ অর্থাৎ "'আলী না হলে 'উমার ধ্বংস হয়ে যেতো।"

তাঁর আমলেও বিভিন্ন এলাকার বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনা করেন, আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) কে তিনি বসরার বিচারক নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া কাযী শুরাইহ্ এর আদালতে হাজির হয়ে এক ইহুদী কর্তৃক 'আলী (রা) এর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা এবং এই মামলা কাযী শুরাইহ্ কর্তৃক আমীরুল মু'মিনীন 'আলীর বিরুদ্ধে ইহুদীর পক্ষে রায় প্রদানের ঘটনাটি সর্বজনবিদিত। (আখবারুল কোযাত, খ.১, পৃ. ৯১)

মোদ্দাকথা, মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীসমূহ, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে স্বয়ং তাঁর ফায়সালা প্রদান, বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারক নিযুক্তকরণ এবং এ ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীনের পদক্ষেপ গ্রহণ বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এবং এর শারয়ী মর্যাদার সুস্পষ্ট দলীল।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা সম্পর্কে বিবেক বুদ্ধির রায়

মানব প্রকৃতিতে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রবণতা বিদ্যমান। কোন বস্তু যদি কারো নিকট পছন্দনীয় বা লোভনীয় হয়, সে তা লাভ করার চেষ্টা করে। যদি অপর কোন ব্যক্তিও উক্ত বস্তুটি লাভ করার আকাংখা পোষণ করে তখনি দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিশ্বস্রষ্টা ক্ষমতা ও অধিকার নির্ধারণ করার সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীনতা প্রিয়। দায়িত্ব পালন থেকে সে মুক্ত থাকতে চায়। এ স্বাধীনচেতা মানুষ যদি নির্ধারিত সীমার হিফাযাত না করে, একে অন্যের অধিকার আদায়ে ব্রতী না হয়, নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে বিশ্ব-মানবতা কিছুতেই শান্তির মুখ দেখতে পারে না। এ মহত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজন যেনো কোথাও ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়। অথচ মানুষের স্বভাবে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতাই বিপর্যয়ের মূল কারণ। বিপর্যয় রোধ করে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে কায়েম রাখার নামই 'আদল' বা সুবিচার। সুতরাং সুবিচার প্রতিষ্ঠা মানবজীবনের এমন একটি অপরিহার্য দিক যা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। বিচার ব্যবস্থা সেই বিভাগের নাম যা সুবিচার প্রতিষ্ঠার জিম্মাদার। এ কারণেই এটা (বিচার ব্যবস্থা) মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত যা উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই।

উল্লেখ্য, মতবিরোধ ও কলহ বিবাদ যা মানব প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ শুধু অসততা বা অসাধুতার কারণে তা সৃষ্টি হবে এমনটা জরুরী নয়। কখনো এমন হয় যে, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তিও কোন বস্তুর ওপর

www.pathagar.com

তার অধিকার রয়েছে মনে করে বিরোধে লিপ্ত হয়। আর কখনো কোন অসাধু ও অসৎ প্রকৃতির লোক শুধু লোভ কিংবা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কোন বস্তুর ওপর তার অধিকারের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। উভয় অবস্থায়ই এমন একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ ফায়সালার প্রয়োজন দেখা দেয় যা সন্দেহ কিংবা প্রতিহিংসার কারণে সৃষ্ট বিরোধের অবসান ঘটাতে সক্ষম।

শরী'আতের অনেক বিষয় অকাট্য প্রমাণ তথা কুরআন সুন্নাহর মাধ্যমে জানা যায়। আর কিছু বিষয় এমন রয়েছে যাতে ইজতিহাদের (গভীর জ্ঞান-গবেষণা) অবকাশ থাকে। ইজতিহাদের ফলে মতের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় বিভিন্ন হুকুম কার্যকর করার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আবার যে সব কারণে হুকুমটি কার্যকর করা হয় সে সব কারণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও অনেক সময় মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, এসব মতবিরোধের অবসানকল্পে একটা সিদ্ধান্তকারী ফায়সালা এবং অকাট্য নির্দেশ অপরিহার্য।

মৌলিকভাবে বিচার ব্যবস্থার অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য। যে কোন আকারেই হোক, সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাটা এমন একটি কাজ যে ব্যাপারে সব শরী'আত একমত। দুনিয়ার যেখানেই মানব বসতি রয়েছে, এমনকি সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত উপজাতিগুলোও কোন না কোন আকারে নিজেদের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যেহেতু এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির অপরিহার্য একটি দিক, তাই গোটা মানব বিশ্বে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলিমদের জীবনে বিশেষ করে তাদের সামাজিক সমস্যাবলীর মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার সমাধান একমাত্র কাযীর বিচারের মাধ্যমেই হতে পারে। যেমন কোথাও বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার কারণ প্রকাশ পেলো অথবা বিয়ের পর উভয়ের মধ্যে দুধপান জনিত সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেল। আর উভয় অবস্থায়ই স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে রাজী নয় অথবা স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্কা হিসেবে স্বাধীন মতামতের অধিকার প্রয়োগ করতে চায়। এসব ক্ষেত্রে কাযীর ফায়সালা ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা নেই। অন্যথায় গোটা সমাজ অবৈধ কর্মকাণ্ড ও নিকৃষ্ট পাপের আবাসস্থলে পরিণত হবে। এমনকি এমতাবস্থায় বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ব্যতীত শরী'আত প্রতিষ্ঠাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

অতএব কুরআন, সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচারক হওয়ার শর্তাবলী

ইসলামী আইনে বিচারকের পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। যেমন : (১) মুসলিম হওয়া (২) বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (৩) বুদ্ধিমান হওয়া। (৪) চক্ষুষ্মান হওয়া (৫) শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন হওয়া। (৬) বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া। (৭) চরিত্রবান হওয়া। (৮) সাহসী হওয়া (৯) কাযফ-এর দণ্ড ভোগ থেকে মুক্ত হওয়া। (কারো প্রতি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মিথ্যা অপবাদ দেয়াকে 'কাযফ' বলে।) উপরোক্ত অপরিহার্য শর্তাবলীর সাথে কতক পরিপূরক শর্তও রয়েছে। যেমন : বিচারককে মুজতাহিদ (ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ) ও পণ্ডিত হতে হবে। 'আদিল (ন্যায়পরায়ণ) ও সামাজিক প্রথা ও রেওয়াজ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে হবে। উল্লিখিত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে কাফির, নাবালেগ, পাগল, অন্ধ ও বধির ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা বৈধ নয়। কোন কাফিরকে বিচারক পদে নিয়োগ দান অবৈধ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কারণ ইসলাম তার বিধানসমূহ এমন ব্যক্তির দ্বারা কার্যকর করাতে চায়, যে ইসলামী অনুশাসনের প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। কিন্তু কোন কাফির বিচারক শরী'আতের বিধান মুতাবিক বিচার কার্য পরিচালনা করতে মোটেই বাধ্য নন। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারাও তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যায় না। তবে যেসব মুসলিম দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মিশ্র বসবাস রয়েছে সেখানে অমুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মসমূহের বিরোধ মীমাংসার জন্য স্ব-স্ব ধর্মের বিচারক নিয়োগ করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রশাসন বিভাগে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ দানের ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোন বাধা নেই। স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খুলাফায়ে রাশেদীন শাসন বিভাগে অমুসলিমদের নিয়োগ দান করছেন। এমনকি তাদের সম্মতির ভিত্তিতে তাদেরকে সামরিক বিভাগেও নিয়োগ করা হয়েছে।

বিচারকের চরিত্রবান ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনো ন্যায়পরায়ণ হতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অনড় ও অবিচল থাকতে হবে, যদি তা নিজের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়। ধনী কিংবা দরিদ্র যাই হোক বিদ্বেষ প্রসূত কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা যাবে না। অতএব বিচারককে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

বিচারকের মর্যাদা

যারা আল্লাহর বিধান মুতাবিক বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন তাদের মর্যাদা অপরিসীম। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حكم فا جتهد ثم أخطأ فله أجر.

"বিচারক ইজতিহাদ করে সত্যে উপনীত হলে তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব এবং ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন : "বিচারক যখন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বসেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দু'জন ফেরেশতা পাঠান। তারা তাকে সৎপথ দেখান এবং যথার্থ বিষয় নির্দেশ করেন। তিনি ন্যায় বিচার করলে তারা তার সাথে অবস্থান করেন এবং অন্যায় করলে তারা তাকে ত্যাগ করেন এবং ওপরে উঠে যান। (আল বাইহাকী)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন : "আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সাথে থাকেন যতক্ষণ না সে অন্যায় রায় দেয়। সে অন্যায় রায় দিলে আল্লাহ তাকে ত্যাগ করেন। অপর বর্ণনায় আছে : সে অন্যায় রায় দিলে আল্লাহ তাকে ত্যাগ করেন এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়। (আবু দাউদ, ইবন মাজা)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিশিষ্ট সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন : বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিচারক হিসাবে বসা ব্যক্তি আমার নিকাট সত্তর বছরের 'ইবাদাতের চাইতে প্রিয়। (ফিকহুল ইসলামী খণ্ড : ৬, পৃ. ৪৮১)

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে বিচারকের পদ যেমন গুরুত্ববহ ও মর্যাদাপূর্ণ তেমনি তার দায়-দায়িত্বও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة واثنان فى النار، فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة ورجل عرف الحق فجار الحكم فهو فى النار ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار .

বিচারক তিন রকমের। একজন জান্নাতে যাবে এবং দুইজন জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক সত্যকে উপলব্ধি করার পর সে অনুযায়ী রায় প্রদান করে সে জান্নাতে যাবে। যে বিচারক সত্যকে উপলব্ধি করার পরও তা উপেক্ষা করে অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামে যাবে। এবং যে বিচারক অজ্ঞতা প্রসূত রায় প্রদান করে সেও জাহান্নামে যাবে। (আবু দাউদ, জামে আত তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

من جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين.

"যাকে বিচারক নিয়োগ করা হলো তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।" –আল মুসতাদরাক 'আলা আস সাহীহাইন, খ-৪, পৃ-১০৩, হাদীস নং-৭০১৮।

ইজতিহাদী যোগ্যতা

ফকীহগণের মতে একজন বিচারকের ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। কেননা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ইজতিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ব্যাপারে মু'আয ইবন জাবাল (রা) সম্পর্কিত হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আয ইবন জাবালকে ইয়ামানের বিচারক নিয়োগ করে পাঠানোর প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করেন :

كيف تقضى اذا عرض لك القضاء قال أقضى بما فى كتاب الله، قال فإن لم يكن ذلك فى كتاب الله قال أقضى بسنة رسول الله قال فإن لم يكن ذلك فى سنة رسول الله قال اجتهد برأئى ولا آلوا. قال فضرب رسول الله صلى

www.pathagar.com

الله عليه وسلم صدره بيده وقال الحمد الله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله.

"তোমার নিকট মোকাদ্দামা দায়ের করা হলে তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবো, তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা যদি আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান না থাকে? মু'আয (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ অনুসারে ফায়সালা করবো। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তা যদি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতে বিদ্যমান না থাকে? তিনি বলেন, আমার জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা ইজতিহাদ করবো এবং তাতে ক্রটি করবো না। বর্ণনাকারী বলেন, (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বহস্তে তার বুকে আঘাত করে বলেন, সেই মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে তাঁর রাসূলের মনোপূতঃ পন্থায় রায় প্রদানের যোগ্যতা দান করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজা)

মূলতঃ ইজতিহাদই ইসলামী আইনকে সচল, সক্রিয় ও সঞ্জীবিত রাখে। সমাজে কখনো এমন সমস্যারও উদ্ভব হতে পারে যার সরাসরি সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তৎসম্পর্কিত মূলনীতি অবশ্যই বিদ্যমান আছে। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি আইন বিদ্যমান নেই সেসব ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হলো : পূর্ব যুগের ফকীহগণ ইসলামী আইনের মূলনীতির ভিত্তিতে ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান ইত্যাদির অধীনে যেসব আইন প্রণয়ন করেছেন তা যদি উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সংগতিপূর্ণ হয় তবে সেটিই গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ইজতিহাদের সাহায্যে সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। ইসলামী শরী'আতের এ অংশের আইন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল।

ইজতিহাদ ইসলামী শরী'আতে যেহেতু এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই যে কেউ ইজতিহাদ করলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে এমন নয়। এজন্য বিশেষ কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী হওয়া জরুরী। এ কারণে শরী'আতে ইজতিহাদকারীর জন্য বেশ কিছু শর্ত বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। যেমন :

www.pathagar.com

১. আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের ওপর ইজতিহাদকারীর সুদৃঢ় ঈমান, অবিচল আস্থা ও তা মেনে চলার একনিষ্ঠ সংকল্প থাকতে হবে। তাকে শরী'আতের বন্ধন ছিন্ন করার খাহেশমুক্ত হতে হবে এবং ইসলামী শরী'আত থেকেই পথনির্দেশ লাভ করতে হবে।

২. আরবী ভাষা, তার ব্যাকরণ ও সাহিত্য সম্পর্কে ইজতিহাদকারীর গভীর জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ কুরআন মাজীদ এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাহর ভাষা আরবী। এমনকি ইসলামী আইনের ওপর এ পর্যন্ত যেসব মৌলিকগ্রন্থ রচিত হয়েছে তার ভাষাও আরবী।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে ইজতিহাদকারীর গভীর প্রজ্ঞা থাকতে হবে। যাতে তিনি তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মর্মমূলে পৌঁছতে সক্ষম হন।

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী আইনের ওপর যে কাজ হয়েছে এবং মুজতাহিদ ইমামগণ যুগ যুগ ধরে যেভাবে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ সাধন করেছেন সেই সম্পর্কেও ইজতিহাদকারীর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ও গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কেবল ইজতিহাদের প্রয়োজনেই নয়, ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যেও এই জ্ঞানের প্রয়োজন। বিভিন্ন যুগে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল এবং ব্যাপক ভিত্তিক কি কি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল উক্ত জ্ঞানের মাধ্যমে তাও অবহিত হওয়া যাবে।

৫. বাস্তব জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে ইজতিহাদকারীর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ এগুলোর ওপরই শরী'আতের বিধান ও মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।

৬. ইজতিহাদকারীকে নৈতিকতার দিক থেকে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে, চরিত্রহীন অবিশ্বস্ত লোকের ইজতিহাদ নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উল্লেখিত শর্তাবলী যার মধ্যে বিদ্যমান কেবলমাত্র তার ইজতিহাদের মাধ্যমেই সঠিক কাঠামো অনুযায়ী ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ নিশ্চিত হতে পারে।

www.pathagar.com

বিচারকের আচরণ

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় একজন বিচারকের যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হয় তা অনেক। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস এবং বিচারপতিগণের উদ্দেশ্যে লিখিত 'উমার (রা) এর পত্রাবলী থেকে কিছু বিষয় এখানে উদ্ধৃত করা হলো : বিচারক শান্ত মেজাযে গভীর মনোনিবেশ সহকারে মোকাদ্দামার বিবরণ শ্রবণ করবেন, যাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। বাদী ও বিবাদীকে ডানে বামে না বসিয়ে তার সম্মুখভাগে বসাবেন এবং কোন পক্ষের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ করবেন না। তিনি সাক্ষীগণের সাথে এমন আচরণ করবেন না যাতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যথার্থ সাক্ষ্য প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে এবং মোকাদ্দামার পক্ষদ্বয়ের সাথেও অনুরূপ কোন আচরণ করবেন না। তিনি কর্কশভাষী, নিষ্ঠুর বা উৎপীড়ক হবেন না, তিনি আদালতে প্রবেশ করে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে সালাম দেবেন। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিংবা কোন পক্ষ কর্তৃক প্রভাবিত বা ভীত-সন্ত্রস্ত অথবা অপরের আকাংখা মুতাবিক তিনি মোকাদ্দামার রায় প্রদান করবেন না। এবং রায় ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত তা একান্ত ভাবেই গোপন রাখবেন। বিচারকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্ম ব্যতীত আদালতে অন্য কোন কর্ম থেকে বিরত থাকবেন। ক্রোধান্বিত অবস্থায়, ক্ষুধার্ত অবস্থায়, ঘুমের আবেশ জড়িত অবস্থায়, তীব্র শীত বা প্রচণ্ড গরম অনুভূত হওয়া অবস্থায় অথবা ব্যক্তিগত কারণে অস্থির বা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত শান্ত মনে নিবিষ্টচিত্তে বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব ততক্ষণ বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। বিরক্তি বা পরিশ্রান্ত বোধ করলে বিচারকার্য মুলতবী রাখবেন। স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক মোকাদ্দামা হলে তাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করবেন। কারো কাছ থেকে উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করবেন না। বাদী বা বিবাদীর আহার্যের দাওয়াত কবুল করবেন না। একনিষ্ঠভাবে শরী'আতের অনুসরণ করবেন এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও সততার প্রতীক হবেন, যাতে জনগণ তার প্রতি ন্যায় বিচারের ব্যাপারে আস্থাশী[illegible] হতে পারে। জনগণের সাথে নিজেও সদ্ব্যবহার করবেন এবং নি[illegible] কর্মচারীদেরকেও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেবেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা

www.pathagar.com

করবে। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও খবরদারি থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবে। এই ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাই যথেষ্ট। 'উমার (রা) 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-কে ফিলিস্তিন এলাকার বিচারক নিয়োগ করেন। এলাকাটি সিরিয়া প্রদেশের গভর্নর আমীর মু'আবিয়া (রা) এর প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীন ছিলো। 'উবাদা (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর একটি পদক্ষেপকে ভ্রান্ত বলে নিজের মত ব্যক্ত করেন। গভর্নর তাঁর মতের প্রতি কর্ণপাত করা তো দূরের কথা উল্টো তাঁকে তার মত প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেন। এতে বিচারক 'উবাদা (রা) অসন্তুষ্ট হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। 'উমার (রা) তাঁর ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বিষয়টি খুলে বলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 'উবাদা (রা) কে ফিলিস্তিন ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং আমীর মু'আবিয়াকে লিখে পাঠান : "'উবাদার ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই।" অবশ্য শাসন বিভাগ বিচারকের কোন রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পারলে উচ্চতর আদালতে তা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিচার বিভাগ যে কতটা স্বাধীনভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতো নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যাবে।

একবার 'আলী (রা) এর বর্ম চুরি হলে তা এক ইহুদীর নিকট পাওয়া যায়। কিন্তু ইহুদী সেটিকে তার নিজের বলে দাবী করলে 'আলী (রা) তার নিয়োগকৃত বিচারপতি শুরাইহ এর আদালতে মামলা দায়ের করেন। নির্দিষ্ট তারিখে তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়কে সাক্ষীরূপে পেশ করেন। কিন্তু বিচারক তাদেরকে সাক্ষ্যের অযোগ্য ঘোষণা করলেন। 'আলী জিজ্ঞেস করলেন, সাক্ষীদ্বয় কি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ নয়? শুরাইহ বললেন, তাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু পিতার অনুকূলে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই বলে তিনি খলীফার মোকাদ্দামাটি খারিজ করে দেন।

খলীফা 'উমার (রা) ও উবাই ইবন কা'ব এক মামলার বাদী-বিবাদীরূপে আদালতে উপস্থিত হলে বিচারক যায়িদ ইবন সাবিত (রা) খলীফার বসার জন্য একটি আসন এগিয়ে দিলেন। খলীফা তার প্রতিবাদ করে বলেন, এটা আপনার প্রথম অন্যায়। অতঃপর তিনি বিচারকের সামনে বিবাদীর সাথে একই সারিতে বসে পড়েন।

'আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের বিরুদ্ধে এক ইহুদী নাগরিক মোকাদ্দামা দায়ের করলে প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ (র) খলীফাকে আদালতে উপস্থিত

www.pathagar.com

হয়ে তাঁর বক্তব্য পেশের জন্য সমন জারী করেন। তিনি সশরীরে আদালতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। এই মোকাদ্দামার রায় তাঁর বিপক্ষে যায় এবং তিনি তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেন।

এছাড়া পরবর্তীকালেও এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুলতান বলবনের রাজত্বকালে প্রধান বিচারপতির আদালতে এক নাগরিক তাঁর বিরুদ্ধে আরজী পেশ করে। তিনি সশরীরে আদালতে উপস্থিত হন এবং বিচারের রায় তাঁর বিরুদ্ধে যায়। বিচার শেষে তিনি তাঁর তরবারী কোষমুক্ত করে বলেন, কাযী সাহেব! আপনি যদি ন্যায় বিচার না করতেন তবে আমার এ তরবারি আপনাকে দ্বিখণ্ডিত করতো। কাযী সাহেব তাঁর আসনের পাশে রক্ষিত চাবুক উঁচিয়ে বলেন, আপনি যদি বিচারের রায় মেনে না নিতেন তবে এ চাবুক আপনার পিঠকে রক্তরঞ্জিত করতো। ইসলামী ইতিহাসে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান। ন্যায়পরায়ণ শাসকগণের যুগে বিচারকগণ এরূপ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, বস্তুতঃ ইসলামী বিচার ব্যবস্থাই একমাত্র কল্যাণকর ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা। শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য এ ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। তাই ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য। এটা কোন থিওরী সর্বস্ব ব্যবস্থা নয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় একটি ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র কায়েম করার পর পরই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং তৎকালীন জাহেলী যুগেও একটি সুশীল ও অপরাধমুক্ত সমাজ উপহার দেন। পরবর্তীকালে 'আব্বাসীয় ও উমাইয়া খলীফাগণ সহ অধিকাংশ মুসলিম শাসক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে পরিবর্তন সাধন করলেও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখেন। কয়েক শ' বছর আগেও মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ ভারতবর্ষ জয় করার পর ভারতবর্ষেও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং প্রায় ছয়শ' বছর পর্যন্ত ইসলামী বিচার ব্যবস্থা এখানে কায়েম ছিল। এমনকি মুসলিম সম্রাটদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার ইংরেজ জাতি হস্তগত করার পর সাথে সাথেই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা ভারতবর্ষ থেকে শেষ হয়ে যায়নি। বরং প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত সংশোধিত আকারে হলেও ইংরেজরা এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু রেখেছিল।

উইলসনের মতে, বিভিন্ন রেগুলেশন জারীর মাধ্যমে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা হলেও ১৮৬২ সালে ফৌজদারী কার্যবিধি ও ১৮৭২ সালে সাক্ষ্য আইন চালু করার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী আইনের উপাদান বিচার ব্যবস্থায় অবশিষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

ইসলামী আদালত

বিচারকের আদব বা শিষ্টাচার

ইসলামী আদালতে একজন বিচারকের যেসব আদব বা শিষ্টাচার বজায় রাখা জরুরী তা তিন প্রকার।

ক. বিচারকের নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ

খ. বাদী-বিবাদীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচার সমূহ

গ. সাক্ষীদের সাথে সম্পর্কিত শিষ্টাচারসমূহ

ক. বিচারকের নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একজন বিচারক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর ক্ষমতার সীমানা অনেক প্রশস্ত। তিনি হচ্ছেন মানবাধিকারের সংরক্ষক, দুর্বলের আশ্রয়স্থল, মাযলুমের ঢাল। তিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী, অন্যায়ের উৎখাতকারী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নায়েব হিসেবে সোসাইটির কল্যাণ ও সংশোধনের প্রতিভূ এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবার দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাই নিম্নোক্ত শিষ্টাচারসমূহ বজায় রাখা তাঁর জন্য জরুরী।

* তাঁকে নিজেকে শরয়ী আচার-আচরণ ও নিয়ম-কানুন পালনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। মনুষ্যত্ব, আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন, বুলন্দ হিম্মত ও সাহসিকতার নমুনা হিসেবে নিজকে পেশ করতে হবে এমন সব পন্থা অবলম্বন থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হবে যা তাঁর দীন ও ঈমান, তাঁর ভদ্রতা ও মনুষ্যত্ব ও তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিকে কালিমালিপ্ত এবং তাঁর পদমর্যাদা ও প্রভাবকে খর্ব করতে পারে।
* তাঁকে কল্যাণের অন্বেষণে চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে। লোকদেরকে আশা ও ভয়ের মাধ্যমে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হবে এবং সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।
* স্বীয় পদমর্যাদার অহংকার এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের আকাংখাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

www.pathagar.com

* একজন বিচারক কিছুতেই অসচ্চরিত্র, কর্কশভাষী ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতে পারবেনা। অন্যায়-অত্যাচার ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র হতে হবে।
* ন্যায় ও সত্য প্রকাশে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ও কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব বা আনুকূল্য প্রদর্শন করবেন না। অবশ্য অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা ও অহেতুক উদারতা থেকেও তিনি বিরত থাকবেন।
* তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বেশ-ভূষা হবে পবিত্র এবং চাল-চলন ও ওঠাবসায় থাকবে গাম্ভীর্য। তাঁর কথা বলা ও নীরব থাকার মাঝেও থাকবে সৌন্দর্যের ছাপ।
* বলার সময় প্রতিটি কথা মাপজোক করে বলবেন এবং স্পষ্ট ভাষায় সাফ সাফ কথা বলবেন। যা কিছু দেখবেন বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে অবলোকন করবেন।
* 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয (রহ) বলেছেন যে, একজন বিচারকের মধ্যে যদি পাঁচটি গুণ বর্তমান থাকে তবে তিনি পূর্ণাঙ্গ বিচারক এবং একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে মনে করতে হবে একটি দিক থেকে তাঁর মধ্যে অপূর্ণতা রয়েছে।

১. "অতীতের জ্ঞান"। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ, আছারে সাহাবা (সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থন) এবং মুজতাহিদ ইমামগণের বিভিন্ন মতামতের প্রতি তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এটা তাঁর জন্য প্রতিটি জটিল বিষয়ে পথের জ্যোতি হিসেবে কাজ করবে এবং এর প্রতি অবহেলা তাঁকে বিপথগামী করে ছাড়বে।

২. "লোভ-লালসা থেকে পবিত্র থাকা"। কেননা মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি এবং জাগতিক আরাম আয়েশ ও বিলাস বহুল জীবন যাপনের স্পৃহাই ফিৎনা বা বিপর্যয়ের মূল উৎস। আর নিষ্ঠা ও পরহেযগারীই হচ্ছে সফলতার চাবিকাঠি।

৩. "সংযম ও সহিষ্ণুতা"। অনেক অনভিপ্রেত কথা তাঁকে উপেক্ষা করতে হবে এবং বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের অনেক কথা তাঁকে চোখ বুজে সইতে হবে। তবে এ 'সহিষ্ণুতার মধ্যে কোনো 'দুর্বলতা' থাকতে পারবে না।

৪. "কোনোরূপ নিন্দাবাদের পরোয়া না করা।" অর্থাৎ ফায়সালা দেয়ার সময় তাঁর সামনে থাকবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা ও তাঁর অসন্তুষ্টির

www.pathagar.com

ভয় যদি মানুষের তিরস্কার ও নিন্দাবাদকে তিনি ভয় করেন এবং তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন তাহলে ন্যায় বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

৫. "বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের সাথে পরামর্শ করা"। অর্থাৎ যদিও বিচারক নিজেই একজন 'আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি তবুও 'আলিম ও বিজ্ঞজনদের পরামর্শ গ্রহণে কখনো কুণ্ঠাবোধ করবেন না। কেননা এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কিরামদেরও সুন্নাত।

বিচারকের হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ

* মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আমীর নিয়োগ করেন। আমি রওনা করলে এক ব্যক্তিকে দিয়ে আমাকে ফেরৎ ডেকে পাঠান এবং বলেন, জানো! আমি কেনো তোমাকে ডেকেছি? আমার অজ্ঞাতসারে কোনো বস্তু গ্রহণ করবেনা। কেননা এটা হবে খিয়ানাত। আর যে খিয়ানাত করবে কিয়ামাতের দিন খিয়ানাতের মালসহ সে উপস্থিত হবে। এ কথা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। এবার নিজের কাজে যাও।
* উমাইর কিন্দি (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি, "আমি যাকে কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করি সে যদি একটি সূই বা তার চাইতেও নিম্ন মূল্যের কিছু আমার কাছ থেকে গোপন করে তবে তা হবে খিয়ানাত যা নিয়ে কিয়ামাতের দিন সে উপস্থিত হবে।
* নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমীর উমরাদেরকে প্রদত্ত হাদিয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।"
* নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনুল লাতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে 'আমেলে সাদাকাহ (যাকাত উসূলকারী) হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠান। সে ফেরৎ এসে বললো, এসব মাল তোমাদের অর্থাৎ বাইতুলমালে জমা হবে আর এগুলো আমি হাদিয়া হিসেবে পেয়েছি। একথা শুনে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, এটা কেমন কথা। এক ব্যক্তিকে আমি কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করি। সে এসে বলে, এগুলো তোমাদের আর এটা আমি হাদিয়া (উপঢৌকন) হিসেবে পেয়েছি। সে তার বাপ-মায়ের গৃহে বসে থেকে

www.pathagar.com

দেখে নেয়না কেন কেউ তাকে এরূপ হাদিয়া দেয় কিনা! সেই সত্তার কসম যাঁর মুষ্টিতে আমার প্রাণ, যে কোনো ব্যক্তি এধরনের মাল গ্রহণ করে, কিয়ামাতের দিন তা কাঁধে নিয়ে তাকে উঠতে হবে। তা উট হোক, গাভী হোক কিংবা বকরী। অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ, আমি কি পৌছে দিয়েছি! হে আল্লাহ, আমি কি পৌছে দিয়েছি!

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, যেসব লোক কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে– বিচারক হোক কিংবা প্রশাসক হোক- তাদের জন্য এধরনের যে কোনো উপঢৌকন গ্রহণ অবৈধ যা উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তাঁকে দেয়া হয় কিংবা যে ক্ষেত্রে এরূপ অপবাদের অবকাশ থাকে। কেননা হাদিয়া হিকমাতের নূরকে নিষ্প্রভ করে দেয়। নিজের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ সৃষ্টি হয়– যা সত্য প্রকাশে দুর্বলতা ও অন্যায়কে দেখেও না দেখার ভান করার মনোভাব জাগ্রত করে। এজন্যেই রাবী'আ ইবন 'আমের বলেছেন, "হাদিয়া গ্রহণ থেকে বিরত থাক, কারণ এটি ঘুষের পথ উন্মুক্ত করে।"

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : এমন এক যুগ আসবে যখন হাদিয়ার নাম করে হারাম মালকে হালাল করা হবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের নামে অবৈধ হত্যাকে বৈধ করা হবে। নিরপরাধ লোকদেরকে এ যুক্তি দেখিয়ে হত্যা করা হবে যে, এ থেকে জনসাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারটা তাহলে কেমন! তিনিও তো মদীনার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর জবাব হচ্ছে- প্রথমত: তাঁর ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। হাদিয়া গ্রহণ ছিলো তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব। দ্বিতীয়ত: তিনি ছিলেন মা'সুম বা নিষ্পাপ। তাঁর সত্তা কোনোরূপ অপবাদের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া সম্ভব ছিলোনা, যা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই তো ইসলামের পঞ্চম খলীফা নামে খ্যাত 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয বলেছেন : যে জিনিসটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য হাদিয়া ছিলো আমাদের জন্য তা ঘুষ।

www.pathagar.com

* মোট কথা, বিচারক এবং এমন প্রতিটি ব্যক্তি যিনি জনসেবায় নিয়োজিত, তাঁর পক্ষে হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি হাদিয়া তাঁর কোনো নিকট আত্মীয় বা এমন বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে আসে যারা বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বেও তাকে গিফট্ করতো তবে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। কিন্তু ঐ বিচারকের আদালতে যদি তার কোনো মামলা বিচারাধীন থাকে কিংবা বিচারকের পদ গ্রহণের পূর্বে যে মূল্যমানের হাদিয়া দেয়া হতো বর্তমান হাদিয়া তার চাইতে অধিক মূল্যমানের হয় তাহলে এ হাদিয়া কবুল করা তাঁর জন্য বৈধ হবে না।

* সার কথা হচ্ছে, যদি হাদিয়া বা উপঢৌকন প্রদানের উদ্দেশ্য হয় বিচারকের কাছ থেকে কিছুটা সুবিধা লাভ করা কিংবা এরূপ অপবাদের সুযোগ সৃষ্টির কোনো আশংকা বর্তমান থাকে তাহলে এ হাদিয়া গ্রহণ করা বিচারকের পক্ষে কখনো উচিত নয়।

* যাদের কাছ থেকে যে সকল অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ বৈধ নয় তাদের কাছ থেকে সে সকল অবস্থায় ঋণ গ্রহণ করা বা কোনো কিছু ধার নেওয়াও বিচারকের জন্য বৈধ নয়। এমনিভাবে লোকদের কাছ থেকে সাধারণ জিনিসপত্র চাওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে।

বিচারকের জন্য দাওয়াত কবুল করার নীতিমালা

* একজন বিচারক যেমন হাদিয়া গ্রহণ করতে পারেননা তেমনি এমন কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননা যার আয়োজন করা হয়েছে একমাত্র তাঁকে কেন্দ্র করেই। তবে যে কোনো সাধারণ দাওয়াতে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন।

* আপন আত্মীয়-স্বজন ও বিশেষ বন্ধু-বান্ধবের দাওয়াতে তিনি শরীক হতে পারেন। বিয়ে-শাদী ও ওয়ালিমার দাওয়াতে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন।

* এ বিষয়টি সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যদি দাওয়াতের উদ্দেশ্য হয় তাঁকে প্রভাবিত করা এবং তাঁর পদ মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিল করা তাহলে এ দাওয়াত তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না।

* মামলার বাদী-বিবাদী কোনো পক্ষের দাওয়াত তিনি কোনো অবস্থাতেই কবুল করবেন না। কেননা এতে অপবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

রুগী দেখতে যাওয়া ও জানাযায় শরীক হওয়া

বিচারক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে এবং মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হতে পারেন। কেননা এটা সুন্নাত এবং মুসলিমদের পারস্পরিক অধিকার। তবে রুগী দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে, রুগ্ন ব্যক্তি মামলার কোনো পক্ষ হতে পারবেনা এবং দেখতে গিয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান করবেনা।

* বিচারক কর্তৃক আদালতের বাইরে কোনো পক্ষকে মামলা সম্পর্কিত কোনো কথা বলার সুযোগ দেয়া যাবে না। অবশ্য মামলার ব্যাপারে কোনো প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা থাকলে তা করতে পারেন।
* জনসাধারণের নিকট অবাধ যাতায়াত থেকে তিনি বিরত থাকবেন।
* মন্দ লোকদের সংস্রব থেকে তিনি দূরে থাকবেন এবং তাদের নিকট কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ করবেন না। বরং দীনদার, আমানাতদার, ন্যায়পরায়ণ ও পরহেযগার লোকদের সাথে রাখবেন এবং তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করবেন। এরা বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে।
* কোনো এক পক্ষকে নিভৃতে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেননা।
* কোনো এক পক্ষকে দাওয়াত দিয়ে আতিথেয়তা করবেন না।
* মামলার শুনানী, সরেজমিনে তদন্ত এবং বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনে যদি বিচারকের সফর করতে হয় তবে তাঁর উচিত যাদেরকে সাথে রাখা খুবই জরুরী কিংবা সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও যুল্মের প্রতিরোধে যাদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য নিতে আগ্রহী এমন লোক ব্যতীত অন্য কাউকে সফর সঙ্গী না করা।
* তাঁর আবাসস্থলে জনসাধারণের অবাধ যাতায়াত এবং ভীড় জমানো মোটেও সমীচীন নয়। তবে 'আলিম, দীনদার, আমানাতদার ও হিতোপদেশ দানকারী ব্যক্তিদের ব্যাপার স্বতন্ত্র।
* বিচারকের কখনো কারো সম্পর্কে এমন বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয় যদ্বারা তাঁর নিকট উক্ত ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে বলে অনুমিত হয়। অথবা যার ফলে মামলার রায় প্রভাবিত হবার আশংকা থাকে।
* বিচারকের এমন লোকদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয় যারা সর্বদা অন্যদের বদনাম করে বেড়ায়। অপরের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে।
* বিচারকের বিচারকার্য, তাঁর চরিত্র এবং তাঁর কার্যক্রমের ব্যাপারে জনগণের রায় ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবশ্যই তাঁর অবগত থাকা উচিত।

www.pathagar.com

* বিচারকের উচিত তাঁর সহকর্মী ও সহযোগীবৃন্দকে সৎ ব্যক্তিদের নীতি অনুসরণে অভ্যস্ত করে তোলা এবং তাঁর অধীনে এমন লোকদের নিয়োগ দেয়া যারা হবে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। কেননা কোনো ব্যক্তিকে তাঁর সাথী ও সহযোগীদেরকে দিয়েই মানুষ বিচার করে থাকে। তাছাড়া বিচারকের সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করে তাদের নিকট কোনো পক্ষের এমন অনেক বিষয় জানা থাকে যা অপর পক্ষের জানা উচিত নয়। এমনিভাবে বাদী বা বিবাদী হিসেবে মহিলাদেরও যাতায়াত থাকবে। সুতরাং বিচারালয়ে কর্মচারী হিসেবে যারা নিয়োজিত থাকবে তাদের প্রত্যেককে কর্ম ও চরিত্রের দিক থেকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিচারকের এজলাস ও তাঁর আবাসস্থল

* বিচারকের এজলাস প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ হওয়া উচিত। স্থানটি হবে খোলামেলা, যেখানে যাতায়াতকারীদের জন্য সাধারণ অনুমতি থাকবে। তাঁর কক্ষ হবে আলো-বাতাসযুক্ত। যাতে সেখানে বসে কেউ সহসা হাঁফিয়ে না ওঠে। সেখানে থাকবে বিচারকের জন্য বাথরুম, তাৎক্ষণিক বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার জন্য উপযুক্ত স্থান এবং ঠাণ্ডা-গরম ও রোদ-বৃষ্টি থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা।
* বিচারকের এজলাস এমন স্থানে হতে হবে যে স্থানটি এলাকাবাসীর নিকট সুপরিচিত। যাতে করে সাধারণ মানুষগুলোর জন্য সেখানে পৌঁছা কষ্টকর না হয়।
* এজলাসের জন্য যদি কোনো স্থান নির্ধারিত থাকে তবে সেখানেই মামলার শুনানী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ একদিকে স্থানটি সকলের জানা থাকে। অপরদিকে এতদুদ্দেশ্যেই স্থানটি নির্ধারণ করা হয়েছে। যার ফলে কারো পক্ষ থেকে কোনরূপ অভিযোগের সুযোগ থাকে না। আর যদি এজলাসের জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট না থাকে তবে জামে' মাসজিদ অথবা মহল্লার মাসজিদকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সমীচীন। কারণ লোকদের নিকট পরিচিত হওয়ার দরুণ সেখানে যাতায়াত সহজ। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয় কিংবা সাধারণ স্থান (Public place) এ কাজের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে, যেখানে যাতায়াতে কারো আপত্তি বা অনীহা থাকে না।

www.pathagar.com

আর বিচারক যদি স্বীয় বাসগৃহে কিংবা অন্য কোনো স্থানে মামলার শুনানীর ব্যবস্থা করেন তাতেও তাঁর রায় কার্যকর হবে এবং শুনানী বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

* মামলার বাদী বা বিবাদী কারোই আবাসস্থলে শুনানী করা উচিত নয়। হ্যাঁ, কোনো এক পক্ষ যদি পর্দানশীন মহিলা বা রুগ্ন অথবা মা'যুর (অক্ষম) হয় এবং বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করাও সম্ভব না হয়, এমতাবস্থায় তাদের আবাসস্থলেও শুনানী করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, অপর পক্ষ এবং তার আইনজীবী ও সাক্ষীর উপস্থিতির ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ থাকতে পারবে না। মোট কথা, এটা অবশ্যই জরুরী যে, যেখানে এজলাস বসবে সেখানে প্রবেশের ব্যাপারে কোনোরূপ বাধা বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না।
* বিচারালয়ে মধ্যম মানের গালিচা এবং বিচারকের জন্য স্থান ও আসনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিচারকের আসনটি মজলিসের মাঝ বরাবর থাকবে। যাতে করে প্রতিটি আগমন নির্গমনকারীর প্রথম দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হয়। এবং আসনটি এতটুকু ব্যতিক্রম ধর্মী হতে হবে যাতে এক নজরে তাঁকে চিনতে পারা যায়। অবশ্য বিচারকের আসনটি কিবলামুখী হওয়াটা উত্তম।

বিচারকের পোশাক-পরিচ্ছদ

সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়া বা পরহেযগারীর পোশাক। তাই আল্লাহর ভয়, আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি, বিচক্ষণতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির প্রখরতা, কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা এবং স্বীয় বিবেককে বাইরের যাবতীয় সম্পর্ক ও প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখাই হচ্ছে একজন বিচারকের সবচাইতে মূল্যবান পোশাক। অত:পর বাহ্যিক পোশাক যাই হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য যদি আল্লাহর ভয় না থাকে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অভাব থাকে তখন প্রভাব ও পদমর্যাদার বহি:প্রকাশের জন্য বাহ্যিক নামীদামী পোশাকের প্রয়োজন হয়। তাই ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মতে এক্ষেত্রে একজন বিচারকের এমন বিশেষ পোশাক পরিধান করা উচিত যা বিচারকদের পোশাক (ইউনিফরম) হিসেবে সুপরিচিত। মোট কথা, একজন বিচারক সাধারণত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেবাস পরিধান করবেন শরীর ও পোশাকের দুর্গন্ধ

www.pathagar.com

থেকে মুক্ত থাকবেন। উত্তম পোশাকে এজলাসে আসবেন যাতে করে মজলিসের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে অনুভব করা যায়।

মামলার শুনানীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ

* বিচারক এজলাসে বসা অবস্থায় কথা কম বলবেন। বেশীর ভাগ সময় নীরবতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। সওয়াল জওয়াবের মধ্যেই তাঁর কথাবার্তা সীমিত রাখবেন। উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। অবশ্য কোনো বিষয়ে সতর্ক করা বা আদব শিক্ষা দেয়া যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা আলাদা। বিনা প্রয়োজনে অধিক নড়াচড়া করা বা কারো দিকে ইংগিত করে কোনো কথা বলা তাঁর পক্ষে উচিত নয়।
* পুলিশ তাঁর সামনে দণ্ডায়মান থাকবে। প্রয়োজনে উভয় পক্ষ ও সাক্ষীদেরকে ডেকে তাঁর সামনে হাজির করবে এবং নিয়মমাফিক তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে বসিয়ে দেবে। এক কথায় সর্বাবস্থায় বিচারকের পদ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

এজলাসে বসার পূর্বে বিচারকের উচিত দু'রাকা'আত নফল নামায পড়া এবং নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা–যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর থেকে বের হবার সময় পাঠ করতেন বলে হাদীস থেকে জানা যায়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই পদস্খলন থেকে কিংবা কারো দ্বারা পদস্খলিত হওয়া থেকে। আমি যেনো বিপথগামী না হই অথবা কেউ যেনো আমাকে বিপথগামী না করে। আমি যেনো যুল্‌ম না করি অথবা যুল্‌মের শিকার না হই। আমি যেনো কারো সাথে বর্বর আচরণ না করি কিংবা কারো বর্বর আচরণের শিকার না হই।"

ইমাম শা'বী উপরোক্ত দু'আর সাথে নিম্নোক্ত বাক্যগুলোও যোগ করেছেন।

اَوْ اَعْتَدِىْ اَوْ يُعْتَدٰى عَلَىَّ. اَللّٰهُمَّ اَغِنِّىْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّىْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِىْ بِالتَّقْوٰى حَتّٰى لاَ اَنْطِقَ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ اَقْضِىْ اِلاَّ بِالْعَدْلِ.

www.pathagar.com

"আমি যেনো কারো প্রতি বাড়াবাড়ি না করি এবং কারো বাড়াবাড়ির শিকার না হই। হে আল্লাহ! জ্ঞান দ্বারা আমাকে সাহায্য করুন। সহিষ্ণুতার গুণে আমাকে ভূষিত করুন। তাকওয়া দ্বারা আমাকে সম্মানিত করুন যাতে কথা বললে যেনো সত্য বলি, ফায়সালা দিতে গিয়ে যেনো ন্যায় বিচার করি।" এই দু'আটি মামলা শুনানীর প্রারম্ভে পড়া মুস্তাহাব।

* বিচারক কিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম।

* অত্যন্ত শান্তশিষ্ট অবস্থায় মামলার শুনানী ও রায় প্রদান করবেন। কোনোরূপ অস্থিরতা, বিরক্তি কিংবা বিব্রত অবস্থায় শুনানী ও রায় প্রদান করা যাবে না। শুনানী চলাকালীন সময়েও যদি কোনো প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে শুনানী মূলতবী রাখবেন । যেমনঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় মামলার শুনানী করা যাবেনা। কেননা ক্ষুধা ক্রোধের উদ্রেক করে। অনুরূপভাবে ভরা পেটেও এজলাসে বসবেন না। কারণ এতে অলসতার ভাব সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার বাতি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মনে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনার উদয় হলেও শুনানী স্থগিত রাখবেন। কেননা এ কাজটি পুরোপুরি মস্তিষ্ক ও চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত– যা বিশেষ একাগ্রতা ও নিবিষ্টচিত্ততার দাবী করে। সুতরাং এমন কোনো অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করা উচিত নয় যখন বিচারক মানসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ না হন। যেমন প্রকৃতির ডাক এলে কিংবা রাগান্বিত অবস্থায়। অনুরূপভাবে নিদ্রা চেপে বসলে অথবা বিরক্তি ও ক্লান্তিবোধ করলে বিচারকার্য চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

বিচারের মজলিসে বিচারক তাঁর নিজের জন্য কোনো বস্তু কেনা-বেচা করবেন না। এজলাসে বসে কোনোরূপ হাসি-তামাশা বা কৌতুক জাতীয় কথাবার্তায় মশগুল হওয়া যাবে না। অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ ও গল্প-গুজব করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিচারকের মজলিসে বিচারকের সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলা যাবে না। এজলাসে বসা অবস্থায় বিচারক পুরোপুরি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। তবে এ গাম্ভীর্যের সাথে যেনো ক্রোধের মিশ্রণ না থাকে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এজলাসে বসে থাকবেন না যাতে বিরক্তির উদ্রেক হয়। বরং সাধ্যমত সকালের দিকে কিছু সময় এবং দুপুরের পর যতক্ষণ সম্ভব হয় বসবেন।

www.pathagar.com

বিচারের মজলিসে 'আলিমদের উপস্থিতি এবং তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ

বিচারের মজলিসে 'আলিম ও ইসলামী আইনবিদদের উপস্থিত থাকা উত্তম। কেননা অনেক সময় তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন পড়তে পারে। কখনো মামলার কোনো বিশেষ দিক বিচারকের দৃষ্টির আগোচরে থেকে যেতে পারে। এমতাবস্থায় 'আলিম ও ফকীহগণ সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এমনকি অনেক 'আলিম ও ফকীহর সাক্ষ্যেরও প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে বিচারককে একটি দিকে অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে। আর তাহলো, ভরা মজলিসে জনতার সামনে 'আলিমদের পরামর্শ গ্রহণ কিংবা তাঁদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাওয়ার কারণে যদি তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে এবং মূর্খ জনগণ এ জানতে চাওয়াকে বিচারকের মূর্খতা মনে করে তাহলে এমতাবস্থায় জনগণের সামনে পরামর্শ না চাওয়াই উত্তম। বরং লোকদেরকে বিদায় করে দিয়ে কিংবা লিখিত আকারে অথবা এমন ভাষায় পরামর্শের ব্যাপারে আলাপ করবে যা দু'পক্ষের লোকেরা বুঝতে না পারে। আর 'আলিমদের উপস্থিতির কারণে যদি বিচারক প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এজলাসে তাঁদের বসানো উচিত নয়। বরং এজলাস শেষে সরাসরি কিংবা পরবর্তীতে পত্রযোগে তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। মোট কথা, যে কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে বিচারকের উচিত 'আলিম ও ফকীহগণের পরামর্শ গ্রহণ করা।

বিচারক মামলার রায় কখন দেবেন?

* বিচারকের কর্তব্য হচ্ছে উভয় পক্ষের বক্তব্যের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দেয়া। একাগ্রচিত্তে, মনোনিবেশ সহকারে দু'পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করা এবং ভালোভাবে বিষয়টিকে উপলব্ধি করে গভীরে পৌছার চেষ্টা করা। যতক্ষণ না বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে আসবে কোনো ফায়সালা না দেয়া।
* মামলায় কোনোরূপ সমস্যা বা জটিলতা অনুভব করলে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিচারক যদি বিষয়টির প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনে নিশ্চিত না হন এবং চূড়ান্ত রায় প্রদানের জন্য যতটা নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হওয়া প্রয়োজন ততটা না হতে পারেন তাহলে এমতাবস্থায় দেখতে হবে, এ জটিলতা কি উভয় পক্ষের দাবী বা অভিযোগ নিরূপণের ক্ষেত্রে নাকি শরী'আতের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। যদি অভিযোগ নিরূপণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়

www.pathagar.com

তবে বিচারক পুনরায় উভয় পক্ষকে তলব করবেন এবং নতুন করে তাদের বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। আর যদি শরী'আতের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় তবে বিচারকের উচিত এ মামলা অন্য কোনো বিচারকের আদালতে রেফার করা। উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনের পরও যদি জটিলতার নিরসন না হয় তবে বিচারকের উচিত, মামলাটি যদি মীমাংসার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে উভয় পক্ষকে আপোস-মীমাংসার নির্দেশ প্রদান করা।

দু'পক্ষের মাঝে আপোস-মীমাংসার নির্দেশ :

* যদি উভয় পক্ষের মধ্যে আপোস-রফার আশা লক্ষ্য করা যায় তবে বিচারকের উচিত দু'পক্ষের মধ্যে আপোস-মীমাংসার ব্যবস্থা করা। কেননা অনেক সময় মামলার রায়ের ফলে বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন আরো লেলিহান আকার ধারণ করে।
* বিশেষ করে তিনটি অবস্থা এমন রয়েছে যাতে সত্য উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও বিচারকের উচিত দু'পক্ষকে আপোস-রফার জন্য তাকীদ করা।

  প্রথম অবস্থা : যখন এমন আশংকা হয় যে, রায় ঘোষণার ফলে দু'পক্ষের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠবে এবং ঝগড়া-বিবাদ খতম হওয়ার বদলে আরো দীর্ঘায়িত হবে।

  দ্বিতীয় অবস্থা : উভয় পক্ষই সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এমতাবস্থায় রায় প্রকাশের ফলে তাদের অনেক গোপন রহস্য ফাঁস হবার এবং মানহানি ঘটার আশংকা দেখা দেবে।

  তৃতীয় অবস্থা : উভয় পক্ষই পরস্পর নিকটাত্মীয়। এমতাবস্থায় পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে তা ভবিষ্যতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখার ব্যাপারে সাহায্য করবে।
* অনুরূপভাবে ফকীহদের কারো কারো মতে নিম্নোক্ত দু'টো অবস্থায়ও আপোস-মীমাংসার নির্দেশ দেয়া উচিত।

১. সবলতা ও দুর্বলতার দিক থেকে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি সমপর্যায়ের বা কাছাকাছি হয়। হতে পরে এক পক্ষের বক্তব্য বা যুক্তিতর্ক (Argument) অন্য পক্ষের তুলনায় অধিক জোরালো।

www.pathagar.com

২. বাদীর দাবী বা অভিযোগ এমন বিষয় বা ঘটনার সাথে জড়িত যা দীর্ঘ দিনের পুরনো হওয়ার কারণে তার আলামত বা চিহ্ন মুছে গেছে। যার ফলে বিষয়টি এতটা সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়েছে যে, কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই কষ্টকর।

অবশ্য বিচারকের নিকট যদি এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, এক পক্ষ যুল্‌মকারী ও অপর পক্ষ যুল্‌মের শিকার, এমতাবস্থায় বিচারক চূড়ান্ত রায় প্রদান করতে বাধ্য।

খ. বাদী-বিবাদীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ

* বিচারকের সামনে যখন উভয় পক্ষ উপস্থিত হবে, কথাবার্তা, লক্ষ্য ও মনোযোগ দেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিচারক উভয় পক্ষের সাথে সম-আচরণ করবেন। হোক কেউ আমীর অথবা গরীব, কেউ সম্ভ্রান্ত বা নিম্নশ্রেণীর, কেউ শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, কেউ মুসলিম এবং কেউ অমুসলিম।
* উভয় পক্ষকে একই সময়ে বিচারকের সামনে হাজির করবেন। এক পক্ষকে আগে এবং অপর পক্ষকে পরে এমনটা যেনো না হয়।
* উভয় পক্ষের সাথে কথাবার্তার ভঙ্গী ও সাক্ষ্যদান পদ্ধতি একই ধরনের হতে হবে। যাতে করে এক পক্ষের মাঝে আশা এবং অপর পক্ষের মাঝে হতাশার সঞ্চার না হয়। অবশ্য কোনো পক্ষ যদি শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করে কিংবা অন্যায় জেদ ধরে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন বিচারক সংশোধনের নিমিত্তে তাকে ভর্ৎসনা করতে পারেন এবং তার প্রতি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করতে পারেন।
* বিচারক যদি তাঁর অফিস কক্ষে থাকেন যেখানে অন্যান্য আরো লোক বসা আছে, এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের কেউ যদি সেখানে এসে বসে তাতে কোনো দোষ নেই।
* মামলা শুনানীর শুরুতে বিচারকের উচিত গাম্ভীর্য ও শিষ্টাচার বজায় রাখার উপদেশ দেয়া। চাঞ্চল্যকর মামলার ক্ষেত্রে যদি কেউ উদ্বিগ্ন বা ভীত হয়ে পড়ে, কথাবার্তায় ইতস্তত: ভাব প্রকাশ পায়, এমতাবস্থায় তাকে অভয় ও সান্তনা দেয়া– যাতে করে প্রত্যেকে তার কথা বিচারকের সামনে নির্ভয়ে খুলে বলতে পারে।

www.pathagar.com

বিচারক উভয় পক্ষকে নিজের সামনে বসাবেন সে যেই হোক এবং যেমনই হোক, কাউকে নিকটে এবং কাউকে দূরে বসাবেননা, কোনো এক পক্ষকে বিশেষভাবে সালাম দেবেন না এবং সম্ভাষণ জানাবেন না।

বিচারক কোনো পক্ষের নিকট তার ব্যক্তিগত বিষয়, তার অথবা তার পরিচিত কোনো লোকের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন না এবং মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কোনো পক্ষের সাথে কথা বলবেন না। কোনো পক্ষের সাথে গোপনে বা কানে কানে কোনো আলাপ করবেন না। কোনো এক পক্ষের দাওয়াত বা আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন না এবং কোনো পক্ষের সাথে একান্তে বসবেন না।

এক পক্ষের অনুপস্থিতিতে অপর পক্ষের নিকট মামলা সম্পর্কে কোনোরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। তবে যদি অনুপস্থিত পক্ষের পলায়ন অথবা অশিষ্ট ও অন্যায় আচরণ প্রকাশ পায় তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে মামলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তা যদি বিচারকের জানা না থাকে তাহলে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে কোনো দোষ নেই।

কোনো এক পক্ষকে যুক্তি প্রমাণ সরবরাহে সাহায্য করা এবং তার মামলাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা বিচারকের জন্য কোনো ক্রমেই বৈধ নয়।

মামলার শুনানী ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকের উচিত ক্রমিক নং-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা। যাদের আবেদন প্রথম এসেছে এবং যারা আদালতে আগে উপস্থিত হয়েছে তাদের মামলার শুনানী ও ফায়সালা আগে করা। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, কোনো বিশেষ মামলার বিচার প্রার্থীরা বাইরের কোনো এলাকার কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে এসেছে আর অপর একটি মামলার বিচার প্রার্থীরা স্থানীয় বা নিকটের, অথবা কোনো একটি মামলা এমন যে, বিলম্বিত করা হলে বিরাট ক্ষতির আশংকা রয়েছে, এমতাবস্থায় বিচারক ক্রমিকতা লংঘন করে মামলার শুনানী বা রায় প্রদান করতে পারেন।

বিচারক তাঁর কেরানীকে বলবেন, বিচার প্রার্থীদের উপস্থিতি ক্রমানুসারে যেনো রেকর্ড করা হয় এবং ক্রমানুসারেই যেনো তাদেরকে ডাকা হয়।

www.pathagar.com

* যখন বাদী আদালতে তার অভিযোগ পেশ করেন তখন বিচারক বিবাদীকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিতে অথবা অস্বীকৃতি জানাতে বলবেন।
* যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে কিংবা অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, অভিযোগের জবাব না দিয়ে যালিম অথবা পাপিষ্ঠ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে, এমতাবস্থায় বিচারক ঐ পক্ষকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে পারেন এবং অবস্থাভেদে শাস্তিও দিতে পারেন।
* কোনো পক্ষ যদি কোনো সাক্ষীকে গাল-মন্দ করে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে বিচারকের কর্তব্য, সাক্ষীর মর্যাদাগত দিক এবং ঐ পক্ষের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা।
* সাক্ষী গ্রহণকালে বিচারক উভয়পক্ষকে নীরব থাকার নির্দেশ দেবেন। যদি কোনো পক্ষ তাঁর নির্দেশ অমান্য করে এবং শুনানীর সময় পাল্টা এমন কথা বলতে থাকে যার ফলে সাক্ষী নির্বিঘ্নে তার বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম না হয়, তখন বিচারক ঐ পক্ষকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্য সতর্ক করে দেবেন।
* মামলায় কোনো এক পক্ষ যদি মহিলা হয় এবং তার উপস্থিতির কারণে যদি কোনোরূপ ফিৎনা বা অনাকাংখিত পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা থাকে তাহলে বিচারক তার পক্ষ থেকে কাউকে উকীল নিয়োগ করার নির্দেশ দিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাকে আদালতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করার কোনো অধিকার অপর পক্ষের থাকবে না। আর যদি সরাসরি তার বক্তব্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিচারক স্বীয় নায়েবকে তার বাড়িতে পাঠান তাহলে পর্দার আড়াল থেকে তার বক্তব্য গ্রহণ করবেন। এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে বিচারক বিশেষ করে এমন ব্যক্তিকে তাঁর নায়েব করে পাঠাবেন যিনি পরহেযগারী ও আমানতদারীর দিক থেকে তাঁর নিকট নির্ভরযোগ্য।
* যদি উপস্থিত মামলা হয় এবং উভয় পক্ষ তাদের অভিযোগ নিয়ে বিচারালয়ে হাজির হয়, (কে বাদী আর কে বিবাদী তা নির্দিষ্ট নয়) এমতাবস্থায় হয়ত বিচারক চুপ থাকবেন এবং কোনো এক পক্ষ থেকে কথা শুরু করার অপেক্ষা করবেন। নতুবা উভয় পক্ষকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা এখানে কি জন্য এসেছ?
* হলফের প্রয়োজন হলে বাদীর মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরই

www.pathagar.com

বিচারক বিবাদীর কাছ থেকে হলফ নেবেন। হলফ নেয়ার সময় বাদী সরাসরি কিংবা তার উকীল হাজির থাকা জরুরী।

যদি বাদীর অভিযোগ বা দাবী সুস্পষ্ট বা মামূলী হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ জওয়াব দেয়া বিবাদীর জন্য জরুরী। আর যদি অভিযোগ জটিল এবং তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় হয় তাহলে মামলার ধারা ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিবাদীকে জবাবদিহির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ দেয়া উচিত।

যদি বিবাদী আদালতে হাজির হয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয় তবে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তাতে তার দস্তখত বা আংগুলের ছাপ নিতে হবে এবং বিচারক স্বয়ং স্বীকারোক্তির কপি সত্যায়িত করে দস্তখত করবেন। অতপর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মামলার রায় দেবেন।

মামলার শুনানীকালে বিচারক উভয় পক্ষের অবস্থা, তাদের চেহারার ভাব-ভঙ্গী, কথাবার্তার ধরন, পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। যদি কোনো পক্ষের আচার-আচরণ, কথাবার্তার ধরন ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর সন্দেহ হয় যে, তারা কোনো কিছু গোপন করছে তখন বিচারককে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে কোনো একটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। এতদসত্ত্বেও যদি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ধরা না পড়ে এবং তাঁর সন্দেহ অটুট থাকে তাহলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাবেন, হিতোপদেশ দেবেন এবং বলবেন, সত্য গোপন করে রায় হাসিল করা আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব নসিহত শুনে যদি তারা সত্য প্রকাশ করে দেয় তা হলে তো ভাল। নচেৎ বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচারক রায় ঘোষণা করবেন। কিন্তু তদন্ত ও অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে যদি সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় তাহলে এমতাবস্থায় রায় প্রদানের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা যাবে না, বরং বিভিন্ন পন্থায় অনবরত তদন্ত ও অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে যেতে হবে যতক্ষণ না তিনি সত্যের নাগাল পান অথবা তাঁর সন্দেহ দূরিভূত হয়।

বিচারকের কর্তব্য উভয় পক্ষকে হিতোপদেশ দেয়া এবং তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, যারা "অন্যায়" দাবী করে এবং অবৈধ পন্থায় মামলায় জয়ী হয় তারা মূলত: আল্লাহর অসন্তুষ্টি খরীদ করে এবং যারা মিথ্যা কসম

www.pathagar.com

করে কারো হক বা অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করে তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।

* সাক্ষীদের বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে সহজ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। টালবাহানা এবং অযথা বিলম্ব করার মাধ্যমে কোনো কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত নয়। এরূপ করা হলে বিচার প্রার্থীর পক্ষে সাক্ষীদেরকে একত্র করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। হতে পারে মামলার দীর্ঘ সূত্রিতা ও কষ্টের ভয়ে হকদার তার ন্যায্য হক ত্যাগ করার কিংবা নিজের ক্ষতি স্বীকার করে আপোস-মীমাংসার জন্য বাধ্য হবে।

* যদি কোনো পক্ষ দুর্বল হয় এবং আশংকা জাগে যে, সবল ও প্রভাবশালী প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় সে নিরস্ত হয়ে যাবে এবং স্বীয় অধিকার প্রয়োগ বা প্রকাশ করতে পারবেনা। এমতাবস্থায় বিচারকের উচিত দুর্বল পক্ষের সাথে এমন আচরণ করা যাতে স্বীয় দুর্বলতার কারণে সে যে মানসিক চাপের মধ্যে আছে তা থেকে মুক্ত হয়ে সাহসিকতার সাথে স্বীয় অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। যাতে করে ইনসাফ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মাঝে সমতা সৃষ্টি হয়।

* দলীল-প্রমাণ হাজির করার জন্য প্রত্যেক পক্ষকে প্রয়োজনীয় অবকাশ দেয়া উচিত। যাতে করে বাদী তার অভিযোগ প্রমাণ করার এবং নিজেকে বে-কসূর প্রমাণ করার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। এভাবে বিচারকের পক্ষে রায় প্রদান যেমন সহজ হবে তেমনি পক্ষ-দ্বয়ের বিতর্কের আর সুযোগ থাকবে না। তবে অবকাশের মেয়াদ এত দীর্ঘ হওয়া উচিত হবে না যা অপর পক্ষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

* বিচারকের কর্তব্য উভয় পক্ষের দীর্ঘ বক্তব্য ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করা। বিরক্তি প্রকাশ না করা। কারণ অনেক সময় দীর্ঘ বক্তব্য ও অপ্রাসংগিক কথার মধ্য দিয়েও সত্য প্রকাশক কোন কথা বেরিয়ে আসে এবং মামলার বিশেষ কোনো গোপন দিক বিচারকের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বিচার প্রার্থীও এই ভেবে প্রশান্তি লাভ করে যে, সে তার মনের সব কথা খুলে বলতে পেরেছে। হাঁ, বিচারক যদি মনে করেন যে, অপ্রাসংগিক বক্তব্যের দীর্ঘ ফিরিস্তি সীমা লংঘন করছে তখন বিচারক কৌশলে তা থামিয়ে দেবেন অথবা কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবেন।

* বিচারক যেনো বিচার প্রার্থীদের সামনে বিবর্ণ চেহারা নিয়ে হাজির না হন। কারণ এর ফলে লোকেরা সত্য প্রকাশের সাহস হারিয়ে ফেলে। কোনো

www.pathagar.com

পক্ষের সাথে ইশারা-ইংগিতে কোনো কথা বলবেন না। এমনকি এজলাসে বসে অন্য কারো দিকেও কোনোরূপ ইংগিত করবেন না।

গ. সাক্ষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ :

* বিচারকের সামনে যখন সাক্ষীদের নাম দাখিল করা হবে এবং যারা যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের নাম নির্দিষ্ট হয়ে যাবে বিচারক তখন সাক্ষ্যদাতাদেরকে পক্ষদ্বয় থেকে আলাদা করে বিশেষ স্থানে বসাবেন। সাক্ষীদের সাথে আন্তরিক ও সম্মানজনক আচরণ করবেন।
* মামলার পক্ষদ্বয়ের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে যেমনটা সমতা বিধান করা জরুরী সাক্ষীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ সমতা বিধান জরুরী নয়। বরং এক্ষেত্রে সাক্ষীদের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ বাঞ্ছনীয়।
* আদালতের মর্যাদা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে এজলাসের বাইরে যদি বিচারক সাক্ষীদের সাথে পরস্পর কথাবার্তা বলেন অথবা খোলামেলা আচরণ করেন তাতে কোনো দোষ নেই।
* শুনানীকালীন সময় বিচারক সাক্ষীদেরকে আলাদা বসার জন্য আদেশ দিতে পারেন। উচিত হচ্ছে সাক্ষীদেরকে এমন স্থানে বসানো যে স্থানটি বিচারকের গোচরীভূত থাকে। তবে বিচারক যদি সবাইকে বিচারের মসলিসেই বসতে দেন তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।
* বিচারকের আদালতে সাক্ষীদের সাথে এমন কোনো কথাবার্তা বলা অনুচিত যা বিচারাধীন মামলা ও সাক্ষ্যের সাথে সম্পর্কহীন।
* সাক্ষ্য প্রদানের সময় বিচারক সাক্ষীকে কোনো কথা যোগ-বিয়োগ করে সহযোগিতা করবেন না এবং সাক্ষ্য অমিল হওয়ার কারণে জেরাও করবেন না। যেমন : বাদীর দাবীর সাথে সাক্ষীর সাক্ষ্য মিলছেনা এমতাবস্থায় বিচারক সাক্ষীর মুখ দিয়ে এমন কথা বের করানোর চেষ্টা করবেন না যাতে অমিল দূর হয়ে যায়।
* সাক্ষী তার সাক্ষ্যের বিষয় কোন্ সূত্রে অবগত হয়েছে বিচারক তাকে এ প্রশ্ন করবেন না। সাক্ষী নিজে যদি অবগত হওয়ার সূত্র সুস্পষ্ট করে দেয় তা উত্তম– যদি মূল মামলার প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনে তা সহায়ক হয়। আর যদি সূত্র প্রকাশ করায় ফায়দা লাভের কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তা পরিহার করাই উত্তম।

www.pathagar.com

* বিচার প্রার্থীর উচিত বিচারকের নিকট তার সাক্ষীদের নাম পেশ করে আদালতে তাদের হাজির করার অনুমতি গ্রহণ করা। সাধারণতঃ তলব করা নাহলে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সাক্ষীদের হাজির হওয়া উচিত নয়।
* ক্রমিক নং অনুসারে সাক্ষীদের ডাকা উচিত। তবে বিশেষ কোনো যুক্তিসংগত কারণে কিংবা কোনো সাক্ষী স্বেচ্ছায় তার নাম পিছিয়ে দিতে রাযী থাকলে বিচারক ক্রমিকতা ভঙ্গ করে আগে-পরেও ডাকতে পারেন।
* একজনের সাক্ষ্য দান সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সাক্ষী এসে যদি বলে, আমি ঐ সাক্ষ্যই দিচ্ছি যা পূর্ববর্তী সাক্ষী দিয়েছে অথবা বলে যে, আমি পূর্ববর্তী সাক্ষীর সত্যায়ন করছি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় সাক্ষ্য সঠিক হয়নি। কারণ এটি সাক্ষ্য দান নয়। এটি হচ্ছে উপাখ্যান। বিচারকের উচিত এক সাক্ষীর দ্বারা অপর সাক্ষীর সত্যায়ন না করে ঘটনার বিবরণ প্রত্যেক সাক্ষীর কাছ থেকে শব্দে শব্দে শোনা এবং লিপিবদ্ধ করা। এমনটা না করে যদি শুধু একজন সাক্ষীর বর্ণনাকে অপর সাক্ষীদের দ্বারা সত্যায়িত করিয়ে নেয়া হয় তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

www.pathagar.com

ইসলামী আদালতের কয়েকজন প্রখ্যাত বিচারক

ইসলামী ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় অতীতে এমন অনেক ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন 'আলিমে দীন ও ইসলামী আইন বিশারদ বিচারক (কাযী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যাদের সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার কাহিনী ইতিহাসের পাতা জুড়ে সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা কয়েকজন প্রখ্যাত বিচারক ও তাদের বিচারকার্য সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করবো যাতে করে বর্তমান যুগের মুসলিম বিচারকগণ এ থেকে ফায়দা লাভ করতে পারেন।

আবু হুরাইরা (রা)

উমাইয়া শাসনামলে যারা বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে আবু হুরাইরা (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশ কিছু কাল মদীনার বিচারক (কাযী) ছিলেন। তার একটি বিখ্যাত রায় অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। এক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিল, তার বিরুদ্ধে ঋণদাতা আবু হুরাইরা (রা)-এর নিকট আবেদন করলো, তাকে যেন কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আবু হুরাইরা (রা) তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন :

لا أحبسه لك. ولكن ادعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.

"তোমার ঋণের জন্য আমি তাকে কয়েদ করবো না। বরং আমি তাকে ছেড়ে দেবো। যাতে করে সে তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য এবং তার নিজের ও পরিবারের লোকদের জন্য আয়-রোজগার করতে পারে।"

একবার মারওয়ান ইবনুল হিকামের ভাই হারিস ইবনুল হিকাম আবু হুরাইরা (রা)-এর নিকট এলেন এবং তার বালিশে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। এ সময় এক ব্যক্তি আসলো এবং হারিস ইবনু হিকামের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো। আবু হুরাইরা (রা) তৎক্ষণাৎ হারিসকে তার কাছ থেকে উঠিয়ে দিয়ে বাদীর সাথে বসিয়ে দিলেন। অতপর উভয়ের বক্তব্য শুনে ফায়সালা করে দিলেন। (আখবারুল কোযাত : ১ম খণ্ড, ১১২ পৃ:)

সেই আমলে 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু নওফেল ইবনুল হারিস ইবনু

www.pathagar.com

'আবদুল মুত্তালিবও (মৃত্যু: ৮৪ হিজরী) মদীনায় বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মদীনার প্রশাসক মারওয়ানের ভগ্নীপতি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু হানতাবের একটি মামলা তার আদালতে দায়ের করা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে রায় দেন। এতে করে মারওয়ান কিছুটা ক্ষোভের সাথে বলেন, আপনি 'আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে রায় দিতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস বললেন: তার বিরুদ্ধে আমার ফায়সালা দেয়ার পূর্বেই আল্লাহর ফায়সালা হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুযায়ীই আমি ফায়সালা দিয়েছি। (প্রাগুক্ত: ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃ:)

কাযী আয়াস ইবনু মু'আবিয়া

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে কাযী আয়াস ইবনু মু'আবিয়ার নামটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মদর্শী। তাকওয়া ও পরহেযগারী ছিলো তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'উমার ইবনু 'আবদুল আযীয (রহ)-এর শাসনামলে যখন বসরায় বিচারক নিয়োগের প্রশ্ন উত্থাপিত হলো তখন তিনি তার একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সহযোগী বসরার প্রশাসক 'আদী ইবনু ইরতাতকে দু'জন লোকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে বললেন। তাদের একজন আয়াস ইবনু মু'আবিয়া এবং অপর জন কাসেম ইবনু রাবী'আ আল জাওশানী। তিনি প্রথমে আয়াস ইবনু মু'আবিয়ার সাথে সাক্ষাত করে তার মতামত জানতে চেষ্টা করলেন। আয়াস ইবনু মু'আবিয়া বললেন, আমার এবং কাসেম ইবনু রাবী'আ সম্পর্কে আপনি শহরের দু'জন শ্রেষ্ঠ ফকীহ (ইসলামী আইন বিশারদ) হাসান বসরী ও ইবনু সীরীন (রহ)-এর মতামত গ্রহণ করুন। মূলত এই দুই মহৎ ব্যক্তির সাথে কাসেম ইবনু রাবী'আর নিয়মিত ওঠাবসা ছিল। তাই তার ধারণা ছিল, তারা উভয়ে কাসিম ইবনু রাবী'আর পক্ষেই মত প্রদান করবেন। আর এতে করে তিনি এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন।

এরপর 'আদী ইবনু ইরতাত যখন কাসেম ইবনু রাবী'আর সাথে সাক্ষাৎ করলেন তিনি বললেন, আপনাকে হাসান বসরী (রহ) ও ইবনু সীরীনকে (রহ) জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই, আমি যা বলি তাই শুনুন। আপনি আয়াস ইবনু মু'আবিয়াকে বিচারক নিযুক্ত করুন। আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি এই পদের যোগ্য নই। আয়াস 'ইল্‌ম, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ এবং বিচারকের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও তিনি আমার চাইতে

www.pathagar.com

অধিকতর যোগ্য। যদি আপনি আমাকে সত্যবাদী মনে করেন তাহলে আয়াসকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করুন। আর যদি মনে করেন আমি মিথ্যাবাদী তাহলে একজন মিথ্যাবাদীকে আপনি কিভাবে বিচারক পদে নিয়োগ করতে পারেন। তার কথা শুনে 'আদী ইবনু ইরতাত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত আয়াস ইবনু মু'আবিয়াকেই বিচারক হিসেবে চয়ন করলেন। এ সময় আয়াস ইবনু মু'আবিয়া তাকে বললেন:

انك وقفته بين الجنة والنار. فخاف على نفسه ففداها بيمين حانثة يتوب منها و يستغفر ربه وينجو بها من هول ما اردته عليه.

"আপনি বিচারকের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করে কাসেম ইবনু রাবী'আকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এতে তিনি তার নিজের ব্যাপারে আতংক বোধ করলেন। অবশেষে কসম খেয়ে তিনি নিজের প্রাণ রক্ষা করলেন। এই কসমের জন্য তিনি তাওবা এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আর এভাবে তিনি বিচারক পদের বিপজ্জনক অবস্থা থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন।" তার এ মন্তব্য শুনে 'আদী ইবনু ইরতাত বললেন, আপনি যখন এমন সূক্ষ্ম দিকটা অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন, তখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, আপনি তার চাইতে অধিক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। অতপর বিচারক হিসেবে আয়াস ইবনু মু'আবিয়ার নিযুক্তি কার্যকর করা হয়।

তিনটি ব্যাপারে আয়াস ইবনু মু'আবিয়ার সমালোচনা করা হতো। এক: তিনি খুব দ্রুত বিচারকার্য সমাপ্ত করতেন। অর্থাৎ বিচারকার্যে কালক্ষেপণ করতেন না। দুই: তিনি সাধারণ লোকদের সাথে বসতেন। তিন: তিনি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। উপরোক্ত সমালোচনার জবাবে তিনি বলতেন: "দুই আর দুই যেমন চার হয় তেমনি বিচারাধীন বিষয়টি যখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় তখন ফায়সালা দিতে আমি বিলম্ব করবো কেন? বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতাও এক ধরনের অবিচার।"

"আমি সে সব লোকের সাথে বসি যারা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের সাথে বসি না যাদের দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে হয়।"

"হ্যাঁ, আমি সাধারণ পোশাক পরিধান করি যা আমার হিফাযত করে এবং যা আমার জন্য আরামদায়ক। এমন পোশাক আমি পরিধান করি না যার হিফাযত আমাকে করতে হয় এবং যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়।"

www.pathagar.com

আয়াস ইবনু মু'আবিয়ার উস্তাদ মু'আবিয়া ইবনু কুররাহ্ বলেন: "আমি আয়াসকে নয় বছর শিক্ষা দান করেছি। কিন্তু তার পর থেকে সব সময় সে-ই আমাকে শিক্ষা দান করেছে।"

সলফে সালেহীন বা অতীত নেকবান্দাদের নীতি ছিলো তারা একে অন্যের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণে কোনরূপ লজ্জা বা ইতস্তত বোধ করতেন না। আয়াস ইবনু মু'আবিয়াও এ নীতি অনুসরণ করতেন। তিনি কোন কোন মুকাদ্দামায় 'উমার ইবনু 'আবদুল আযীয (রহ) এর মতামত গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে আমানত সম্পর্কিত একটি মামলায় তিনি ইবনু সীরীন (রহ) এর পরামর্শও গ্রহণ করেন।

* কাযী আয়াস ইবনু মু'আবিয়া নাবালিগ শিশুর চুরি প্রমাণিত হলেও তার হাত কাটার নির্দেশ দিতেন না। একই ভাবে তিনি শিশুদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না।

* একবার বাড়ীভাড়া সম্পর্কিত একটি মামলা তার আদালতে দায়ের করা হয়। বাড়ীর মালিক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তার বাড়ীটি ইজারা বা ভাড়া দেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই বাড়ীর মালিক মৃত্যুবরণ করে। কাযী আয়াস এই মামলার রায় প্রদান করলেন যে বাড়ীর মালিকের মৃত্যুর কারণে ইজারা বাতিল হবে না। মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বাড়ী ভাড়াটিয়ার কাছেই থাকবে।

* কাযী আয়াস তালাকের মামলায় মহিলাদের সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন এবং একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা তালাক কার্যকর হওয়ার পক্ষে রায় দিতেন। যদিও 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয ও হাসান বসরী (রহ) এ ব্যাপারে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন।

* কখনো কখনো তিনি একজন মাত্র বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে ফায়সালা দিয়ে দিতেন। একবার এক মামলায় তিনি একমাত্র 'আসেম আল জাহদারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিয়ে দেন এবং বাদীর পক্ষ থেকে হলফ গ্রহণ করেন। কিছুলোক এ বিষয়ে আপত্তি জানালে তিনি বললেন: "ইনি হলেন 'আসেম........ইনি 'আসেম।"

একবার এক মজার ঘটনা ঘটে। এক লোকের স্ত্রী নিজের স্বামীর বাড়ী তার অনুপস্থিতিতে বিক্রয় করে দেয়। কিন্তু স্বামী ফিরে এসে এই বিক্রয় মেনে নিতে অস্বীকার করে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কাযী আয়াস ইবনু মু'আবিয়া বাড়ীর মালিকের পক্ষে রায় দেন এবং তার স্ত্রীকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। অবশেষে স্বামী বাধ্য হয়ে এ বিক্রয় মেনে নেয়।

www.pathagar.com

* কাযী আয়াস সন্তানের উপর পিতার ব্যয়ভার সন্তানের আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্ধারণ করতেন। একবার এক বৃদ্ধলোক এসে তাকে বললো, হুজুর! এ হলো আমার ছেলে, সে আমার খরচপাতি দেয় না। কাযী আয়াস ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কাজ কর? সে বললো, আমি একজন কারিগর। তিনি বললেন, বাবাকে প্রতিদিন পাঁচ দিরহাম করে দেবে।

* তিনি অমুসলিমের পক্ষেও শুফা'র (pre- emption) ফায়সালা দিতেন।

* বিচারের ক্ষেত্রে তিনি পরিস্থিতির দাবী এবং প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম-নীতির প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। যদি তা শর'ঈ বিধানের পরিপন্থী না হতো। তাই তালাক কার্যকর হওয়ার পর গৃহের আসবাব পত্র নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী জিনিসপত্র তিনি মহিলাকে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

* নগদ দেন-মোহর ও বাকী দেন-মোহরের ক্ষেত্রে তার ফায়সালা ছিলো এরূপ: "নগদ দেন-মোহর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ দাবী করার অধিকার রাখে। আর বাকী দেন-মোহর স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে বিচ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে।"

* একবার কাযী আয়াসের আদালতে একটি মুকাদ্দামা দায়ের করা হলো। মামলার বাদী দাবী করলো যে, আমি এই লোকটির নিকট আমার মাল আমানাত রেখেছিলাম। কিন্তু সংগে সংগে বিবাদী এ দাবী প্রত্যাখ্যান করলো। কাযী আয়াস বাদীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আমানাত তুমি কোন জায়গায় হস্তান্তর করেছিলে? সে বললো, অমুক জায়গায়, অমুক গাছের নিকটে। কাযী আয়াস বললেন, যাও, সেখানে গিয়ে খোঁজ কর, হয়ত তোমার মাল সেখানেই পড়ে আছে। আর বিবাদীকে তিনি তার কাছে আটকে রাখলেন এবং অন্য মামলার শুনানী শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তিনি বিবাদীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ধারণা, বাদী লোকটি কি এতক্ষণে সেখানে পৌঁছুতে পেরেছে যেখানে সে তার মাল তোমাকে হস্তান্তর করেছিল? বিবাদী তাৎক্ষণিক বলে ফেললো, না। কাযী আয়াস সংগে সংগে তাকে গ্রেফতার করলেন এবং তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে বাদীকে তার মাল ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করলেন।

* কাযী আয়াস ইবনু মু'আবিয়া বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কাযী ইবনু শুবরামাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, শুধু লোকদের কথাবার্তা শোনার ভিত্তিতে নয়,

www.pathagar.com

বিচারের ক্ষেত্রে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, নিপুণতা ও আধ্যাত্মিকতাকেও কাজে লাগাবে। কাযী আয়াস ইবনু মু'আবিয়া ১২২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (আখবারুল কোযাত, খণ্ড: ১, পৃ: ৩১২-৩৭৪)

হাসান বসরী (রহ)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর ইন্তিকালের দুই বছর পূর্বে হাসান বসরী (রহ) জন্মগ্রহণ করেন। মদীনায় লালিত পালিত হন। তার মাতা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার (রা) সাথে থাকতেন। তার পিতা আবুল হাসান ইয়াসার এবং মাতা সাফিয়া বিনতুল হারিস মাসজিদে নববীতে আল কুরআন শিক্ষা দিতেন।

পরিণত বয়সে তাকে বসরার বিচারক নিযুক্ত করা হয়। একদিন বসরার গভর্ণর 'আদী ইবনু ইরতাতের কাছ থেকে অত্যন্ত বিষণ্ন মনে ফিরে এলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো: আপনি এতটা বিষণ্ন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমার বার্ধক্যের ওযর পেশ করা সত্ত্বেও এরা আমাকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করেছে।

* হাসান বসরী (রহ) বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করতেন না। সন্তান জন্মের ব্যাপারে তিনি পুরুষদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। কোন বিচারক তার নিকট মামলা সংক্রান্ত কোন চিঠি পাঠালে তিনি সীল-মোহরকেই যথেষ্ট মনে করতেন। সাক্ষ্যের ব্যাপারে তার মূলনীতি ছিল এই যে, তিনি সকল মুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন। অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা 'আদিল বা ন্যায়পরায়ণ কিনা তা খোঁজ নেয়া জরুরী মনে করতেন না। বরং তার মুসলিম হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। অবশ্য মামলার কোন পক্ষ সাক্ষ্যদাতার কোন বক্তব্যের ব্যাপারে জেরা বা যুক্তি তর্ক করতে চাইলে তিনি সে সুযোগ দিতেন।

* ঋণের মামলায় কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হলে তিনি তাকে কারাগারে প্রেরণ করতেন না। বরং স্বাধীনভাবে আয়-রোজগার করে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ দিতেন।
* হাসান বসরী (রহ) পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সাক্ষ্য এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। তবে ভাইয়ের পক্ষে ভাইয়ের সাক্ষ্য বৈধ মনে করতেন।
* পুরষত্বহীনতার মামলায় তিনি স্বামীকে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য এক বছরের অবকাশ দেন।

www.pathagar.com

হাসান বসরী (রহ) এর প্রতিবেশী ও সহচর খালিদ ইবনু সাফওয়ান তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "হাসান বসরীর ভেতর ও বাইর (যাহের ও বাতেন) একই রকম ছিল। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে অপূর্ব মিল ছিল। কাউকে কোন কাজ করতে বললে সর্বাগ্রে নিজে সে কাজ করতেন। আর কাউকে কোন বিষয়ে নিষেধ করলে সর্ব প্রথম নিজে সে কাজ থেকে বিরত থাকতেন। লোকেরা তাঁর মুখাপেক্ষী হতো, তিনি নিজে কারো মুখাপেক্ষী হতেন না। অত্যন্ত সংযমী ও আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন ছিলেন।" ১১০ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। (আখবারুল কোযাত: ২য় খণ্ড, ১৫৩ পৃ:)

সাউয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ

সাউয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সত্যপ্রকাশে নির্ভিক। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি এক শক্তিশালী ও অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিচারক ও বসরার আমীর বা প্রশাসক। ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টি ছিল তার জীবনের অনন্য সাধারণ গুণ। একদিন তার ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবনু সাউয়ার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা অধিক বিত্তশালী নাকি আমীরুল মুমিনীন? তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ জবাব দিলেন: "সম্পদের দিক থেকে আমীরুল মু'মিনীন আর মনের ঐশ্বর্যের দিক থেকে আমরা।"

* বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই তিনি খুব কঠোর হয়ে পড়েন। বিভিন্ন কাজের জন্য তার সহকারী হিসেবে লোক নিয়োগ করেন। তাদের বেতন নির্ধারণ করেন। ওয়াক্ফ বিভাগ নিজের হাতে রাখেন। অর্থ বিভাগ যারা দেখাশুনা করতো তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি তার পক্ষ থেকে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। মোকাদ্দামা ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলী সংরক্ষণের জন্য তিনি বড় বড় ফাইল প্রস্তুত করেন। এমন সম্পদ যার মালিকের খোঁজ পাওয়া যায় না তা তিনি তার নিজের তত্ত্বাবধানে রাখতেন। ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিলো তার স্বভাবজাত গুণ। সদা-সর্বদা কল্যাণের অন্বেষণ করতেন। রাগ বা ক্রোধ তার স্বভাবে ছিল না বললেই চলে। তাঁর কথাবার্তায় ছিল খুবই নিপুনতা ও বাকপটুতা। যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান ও পারস্পরিক সমঝোতা করানোর ক্ষেত্রে তার ছিল অসাধারণ দক্ষতা।

* বসরায় 'নহরে ইবনু 'উমার' নামে একটি নহর বা ঝর্ণা ছিল। খলীফা মানসূর

www.pathagar.com

তা বন্ধ করে দিতে চাইলেন। সাউয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে খলীফার সাথে দেখা করলেন এবং তাকে বললেন, যদি আপনি একলাখ মানুষকে পিপাসায় মারতে চান তাহলে নহরটি বন্ধ করে দিন। আমি আপনাকে বসরাবাসীর ভয় দেখাচ্ছি। খলীফা বললেন: তুমি আমাকে বসরাবাসীর ভয় দেখাচ্ছো? আমি সেনাপতিকে পাঠিয়ে তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটিকেও খতম করে ছাড়বো। সাউয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ বললেন: হযরত! আমার উদ্দেশ্য তা নয় যা আপনি বুঝেছেন। আমি আপনাকে ইয়াতিমদের বদ দু'আ এবং বিধবা ও অসহায়দের আর্তনাদ ও অভিশাপের ভয় দেখাচ্ছি। তার কথা শুনে খলীফা মানসূর তার সংকল্প ত্যাগ করলেন এবং তখনি তাকে বসরার কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করেন।

* লোকদেরকে খাবার খাইয়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। একবার তার পক্ষ থেকে মহল্লার ঘরে ঘরে খাবার পাঠিয়ে দেয়া হয়। এক ব্যক্তি বললো, এভাবে ঘরে ঘরে না পাঠিয়ে সবাইকে এক স্থানে একত্রিত করে ভোজের ব্যবস্থা করলে ভালো হতো। তিনি বললেন, লোকেরা এখানে এসে খেয়ে-দেয়ে ঘরে ফিরে যাবে, তাদের হাত থেকে ঘি-এর ঘ্রাণ বের হবে অথচ তাদের পরিবারের লোকেরা না খেয়ে থাকলো এটা আমার ভালো লাগেনা ।

* বসরার পুলিশ অফিসার ছিলো 'উকবা ইবনু সুল্লাম আল-হান্নায়ী। যালিম ও অত্যাচারী হিসেবে সে সকলের নিকট পরিচিত ছিলো। একবার সে এমন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো যে সমুদ্র থেকে একটি হিরা কুড়িয়ে পেয়েছিল। পুলিশ অফিসার তার কাছ থেকে হিরাটিও জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ঐ লোকটির স্ত্রী কাযী সাউয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহর নিকট আবেদন করলে তিনি পুলিশ অফিসারের নিকট জওয়াব তলব করেন। এতে পুলিশ অফিসার তার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং তাকে গাল-মন্দ করে। অবশেষে কাযী সাউয়ার তাকে লিখলেন:

والله لئن لم تطلق الرجل وتردعليه جوهرته لَاتِيَنَّكَ فى ثياب بياض ماشيا. وَلَأَدَمِّرَنَّ عليك بغير سلاح ولا رجال وَلَأَقْتُلَنَّكَ قتلة يتحدث الناس بها.

"আল্লাহর কসম! তুমি যদি লোকটিকে ছেড়ে না দাও এবং তার হিরা তাকে ফেরত না দাও তাহলে আমি সাদা পোশাকে পায়ে হেঁটে তোমার কাছে আসবো।

www.pathagar.com

সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই তোমার উপর হামলা করবো এবং তোমাকে এমনভাবে হত্যা করবো যে, চিরজীবন তা লোকদের মুখে মুখে থাকবে।" এ চিঠি পাওয়ার পর 'উকবার সহকর্মীরা তাকে খুব ভয় দেখাল। তখন সে লোকটিকে ছেড়ে দিলো এবং তার হিরাটিও তাকে ফেরত দিলো।

* একবার খলীফা আবু জা'ফর মানসূর তাকে কোন একটি বিষয়ে একটি নির্দেশ লিখে পাঠান। কাযী সাউয়ার দেখলেন খলীফার নির্দেশ হক ও ইনসাফের পরিপন্থী। তাই তিনি খলীফার নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে খলীফা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু লোকেরা তাকে বললো: "কাযী সাউয়ারের সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা আপনার খিলাফাতের জন্য সৌন্দর্য ও সুখ্যাতির প্রতীক।" লোকদের এমন মন্তব্য শুনে খলীফা চুপ হয়ে গেলেন।

* কাযী সাউয়ার একবার খলীফা মানসূরের দরবারে এলেন এবং বললেন: "হে আমীরুল মু'মিনীন! আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" খলীফা উত্তর দিলেন: "ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" হে আবু 'আবদুল্লাহ! কাছে আসুন।" তিনি বললেন: আমীরুল মু'মিনীন! পূর্ব পুরুষদের নিয়ম অনুযায়ী নাকি বর্তমান সময়ের লোকেরা যে নতুন প্রথা চালু করেছে সে অনুযায়ী। খলীফা বললেন: না, পূর্ব পুরুষদের নিয়ম অনুযায়ী। কাযী সাউয়ার সামনে এগিয়ে গেলেন এবং খলীফার সাথে করমর্দন করে বসে পড়লেন...... আবু জা'ফর মানসূরের হাতে চুমু খেলেন না। এ সময় ঘটনাক্রমে খলীফা মানসূরের হাঁচি আসলো। কিন্তু হাঁচি দেয়ার পর তিনি "আলহামদুলিল্লাহ" বললেন না। কাযী সাউয়ারও তাই "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বললেন না। দ্বিতীয় বার হাঁচি আসলে খলীফা 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। তখন তিনিও 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন। অতপর তিনি যখন তার আসন ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন খলীফা মানসূর তাকে দেখতে থাকেন। চলে যাওয়ার পর তিনি মন্তব্য করলেন: যে লোকটি হাঁচির ব্যাপারে আমার তোয়াক্কা করলো না, তোমাদের কি ধারণা, সে কি কোন ব্যাপারে কারো পক্ষপাতিত্ব করতে পারে?

* সাধারণত সাক্ষীদের হলফ নেয়া হয়না। কিন্তু কাযী সাউয়ার কোন কারণে কোন সাক্ষীকে অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন মনে করলে সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে তাকে হলফ করাতেন। একবার এক সাক্ষীকে তিনি বলেন, আমার নিয়ম হলো, কোন সাক্ষীকে যদি আমি অভিযুক্ত বলে অনুভব করি, তার কাছ থেকে আমি হলফ নিয়ে

www.pathagar.com

থাকি। তোমাকেও আমি তেমনটাই মনে করি। সুতরাং তুমি তোমার সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে হলফ কর, যাতে আমি তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি। লোকটি হলফ করতে অস্বীকার করলে কাযী সাউয়ার তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলেন।

* সালফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের সময় এক বিচারকের নিকট অপর বিচারকের লেখা চিঠি বা তথ্য শুধু দস্তখত ও সীল-মোহর দেখেই কবুল করা হতো। এ ব্যাপারে সাক্ষ্যের প্রয়োজন মনে করা হতো না। কাযী ইবনু আবু লাইলা প্রথম ব্যক্তি যিনি এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য সাক্ষ্যের শর্ত আরোপ করেন। কাযী ইবনু আবু লাইলার এ অভিমত সাউয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহর খুব পছন্দ হলো, তিনি বলতে লাগলেন, আমিও এমনটা ভাবতাম। কিন্তু পূর্ববর্তীরা এরূপ করেননি বলে আমি তা করতে চাইনি। পরবর্তী সময়ে তিনিও এ অভিমতের পক্ষে মত পোষণ করতেন।

* সাক্ষ্যদাতারা কতটা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ কাযী সাউয়ার তারও খোঁজ খবর নিতেন। কোন কোন সময় রাতের অন্ধকারে তিনি নিজেই সাক্ষ্যদাতার মহল্লায় চলে যেতেন এবং নিজের পরিচয় গোপন রেখে মহল্লাবাসী এবং তার প্রতিবেশীকে লোকটির দীনদারী ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।

* কাযী সাউয়ার মাত্র একজন সাক্ষী ও বাদীর শপথের উপর নির্ভর করে রায় প্রদান করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

* কাযী সাউয়ার পরবর্তী সময়ে মহকুমা পুলিশ ইনচার্জ, মাসজিদের ইমাম এবং বসরা নগরীর প্রশাসক বা নগরপতিও নিযুক্ত হন। এতদসত্ত্বেও তিনি খুব সাদাসিদে জীবন-যাপন করতেন। চাটাই বা মাদুরে বসে মামলার রায় দিতেন। শেষ বয়সে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন কষ্ট ভোগের পর ২৪৫ হিজরীর ১৭ জিলহজ্জ ৭৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। (আখবারুল কোযাত: ২য় খণ্ড, ৫৭-৮৮ পৃ:)

কাযী শুরাইহ্

তাঁর পুরো নাম আবু উমাইয়া শুরাইহ্ ইবনুল হারিস ইবনু কাইস ইবনু জুহাম ইবনু মু'আবিয়া ইবনু 'আমের আল কিন্দী। জ্যেষ্ঠতম তাবিঈদের একজন। জাহিলী যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হয়নি। 'উমার ফারুক (রা) তাঁকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করেন। ৭৫ বছর বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 'আবদুল্লাহ

www.pathagar.com

ইবনু যুবাইর (রা)-এর সময় স্বেচ্ছায় এ পদ থেকে সরে দাঁড়ান। শেষ বয়সে তিনি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করলে সে তা গ্রহণ করে। ৮৭ হিজরীতে একশ' বছরেরও অধিক বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইবনু খালকান তার "ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান (وفيات الاعيان) গ্রন্থে লিখেন ঃ "বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কাযী শুরাইহ্ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার অধিকারী।" ইবনু 'আবদুল বার বলেন ঃ তিনি একজন বড় মাপের কবি ছিলেন।

কাযী শুরাইহ্ স্বভাবত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তার মার্জিত কৌতুকে ভরা অনেক ঘটনা ইবনু খালকান তাঁর 'ওয়াফিয়াত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। একবার তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে 'আলী ইবনু আবু তালিব (রা) তাকে "শ্রেষ্ঠ মানব" অথবা "শ্রেষ্ঠ আরব" বলে আখ্যায়িত করেন। (ওয়াফিয়াত : ২য় খণ্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

একবার 'উমার (রা) এক বেদুইনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া ক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলেন। দরদামও নির্ধারণ করা হলো। এরপর 'উমার (রা) এক ব্যক্তিকে ঐ ঘোড়ায় আরোহণ করালেন। এ সময় ঘটনাক্রমে ঘোড়াটি আহত হয়। 'উমার (রা) বেদুইন লোকটিকে বললেন : বিষয়টি মীমাংসার জন্য তুমি কাউকে সালিস মানো। সে বললো, আমি শুরাইহ্ ইরাকীকে সালিস মানলাম। তিনি এর ফায়সালা করে দেবেন। 'উমার (রা) বললেন ঃ আমি তো তাকে চিনি না। বেদুইন বললো, আমি গিয়ে তাকে ডেকে আনবো। এই বলে সে তাকে ডেকে আনলো। সে আসলে তার সামনে বিষয়টি তুলে ধরা হলো। তাদের বক্তব্য শুনে শুরাইহ্ ইরাকী ফায়সালা দিতে গিয়ে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ঘোড়াটিকে সুস্থ অবস্থায় কেনার জন্য দর-দাম ঠিক করেছেন। সুতরাং যে অবস্থায় ক্রয় করেছেন সে অবস্থায়ই ঘোড়াটি আপনাকে ফেরত দিতে হবে। এভাবে শুরাইহ্ 'উমার (রা) থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে বেদুইনকে দিলেন। তার এই ফায়সালা 'উমার (রা) খুব পছন্দ করলেন। অতপর তিনি তাকে বিচারক পদে নিয়োগ দান করেন এবং নিম্নোক্ত হিদায়াত দেন ঃ

"যখন তোমার নিকট কোনো মোকাদ্দামা আসবে তুমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবে। যদি উক্ত বিষয়ে আল্লাহর কিতাবে কোনো নির্দেশনা না পাওয়া যায় তাহলে রাসূলের সুন্নাহ মুতাবিক ফায়সালা করবে। যদি বিষয়টি এমন হয়

www.pathagar.com

যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতে তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এমতাবস্থায় ইজমা' অনুযায়ী ফায়সালা করবে। যদি উক্ত বিষয়ে ইজমা' বা অন্য কারো কোনো বক্তব্যও না পাওয়া যায় তাহলে তুমি দুইটির যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বন করবে। হয়তো তুমি ইজতিহাদ করবে অথবা তৎবিষয়ে কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়ার আশায় সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করবে। আর আমার মতে বিলম্বিত করাটাই তোমার জন্য উত্তম হবে। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' থেকে কোনো দিক-নির্দেশনা না পেলে তুমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে পরামর্শ করতে পারো। আর আমি মনে করি, আমার সাথে পরামর্শ করাটাই তোমার জন্য অধিকতর নিরাপদ পন্থা।" (আখবারুল কোযাত : ২য় খণ্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

'উমার (রা)-এর উপরোক্ত হিদায়াতকে সামনে রেখে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন এবং যেসব ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাতের ইজমা' থেকে কোনো সমাধান না পেতেন সে সব ক্ষেত্রে তিনি 'উমার (রা)-এর শরণাপন্ন হতেন। তার কাছ থেকে হিদায়াত ও পরামর্শ চাইতেন। তিনি তাকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ১৯১-১৯৪ পৃষ্ঠা)

'আলী (রা)ও কাযী শুরাইহ্-এর নিকট বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতেন এবং তার ফায়সালাকে সঠিক মনে করতেন। আবার কোনো কোনো বিষয়ে প্রয়োজনে সংশোধন করে দিতেন। একবার 'আলী (রা)-এর মাজলিসে লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন। কাযী শুরাইহ্ নিজেও অনেক প্রশ্ন করেন। 'আলী (রা) সব প্রশ্নের জওয়াব দেন এবং শুরাইহকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "যাও! তুমি হলে আরবের সবচাইতে উত্তম বিচারক।" এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ " اقضاهم على " অর্থাৎ লোকদের মধ্যে 'আলী হলো শ্রেষ্ঠ বিচারক, শুরাইহ্ সম্পর্কে সে ব্যক্তির উপরোক্ত মন্তব্য সত্যিকার অর্থে তার উচ্চ মর্যাদারই স্বাক্ষর বহন করে। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ১৯৪-১৯৮ পৃষ্ঠা)

কাযী শুরাইহ্ বলতেন, যদি তোমরা মনে কর ফায়সালার ক্ষেত্রে আমি কখনো ভুল করতে পারি না। তাহলে এটা হবে তোমাদের মস্ত বড় ভুল। কখনো তিনি বলতেন ঃ "আমার কি যোগ্যতা আছে! আমি তো একটি পশমকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি বানাতে পারি না।"

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। রাতের বেলা পুত্রের মৃত্যু হলো। কিন্তু ঘর থেকে কোনো কান্নার শব্দ এলো না, না কোনো চীৎকার বা হায়-হুতাশ। রাতারাতিই দাফন সম্পন্ন করা হলো। সকালে কেউ তাকে পুত্রের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার যাবতীয় কষ্ট দূরীভূত হয়েছে। আগের চাইতে বর্তমানে সে অনেক বেশি শান্ত।

* একবার 'আলী (রা)-এর একটি বর্ম হারিয়ে যায়। তিনি উক্ত বর্মটি এক ইয়াহুদীর নিকট দেখতে পেলেন। সে বর্মটি কূফার এক বাজারে বিক্রি করছিলো। 'আলী (রা) বললেন, এ বর্মটি আমার। আমি এটি কাউকে দানও করিনি এবং কারো নিকট বিক্রয়ও করিনি। ইয়াহুদী বললো, এই বর্মটি আমার অধিকারে আছে। সুতরাং বর্মটি আমার। তিনি বললেন, তাহলে আদালতে চলো। সেখানেই এর ফায়সালা হবে। উভয়ে কাযী শুরাইহ্-এর আদালতে হাযির হলো। 'আলী (রা) বর্মটি তার বলে দাবি করলেন। আর ইয়াহুদী তা প্রত্যাখ্যান করলো। তখন কাযী শুরাইহ্ 'আলী (রা)-এর নিকট সাক্ষ্য প্রমাণ তলব করলেন। তিনি তার দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন (রা) কে অপর এক বর্ণনা মতে হাসান ও তাঁর আযাদকৃত গোলাম কুনবুরকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন। কাযী শুরাইহ্ বললেন ঃ "পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।" 'আলী (রা) বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ

سبحان الله رجل من اهل الجنة لا تجوز شهادته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة.

"সুবাহানাল্লাহ! জান্নাতী ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, "হাসান ও হুসাইন জান্নাতবাসী যুবকদের সরদার (নেতা)।" ইয়াহুদী লোকটি ইসলামী আদালতের এমন বিস্ময়কর ও সুবিচারপূর্ণ রায়ে মুগ্ধ হয়ে বললো, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে তার নিজস্ব বিচারকের আদালতে নিয়ে এলেন। অথচ আদালত আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এটি হচ্ছে সত্য দীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। হে আমীরুল মু'মিনীন! বর্মটি আপনারই- যা রাতের বেলা আপনার কাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলো। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

* একবার কাযী শুরাইহ্-এর এক ছেলে তার নিকট আসলো। এক ব্যক্তির সাথে কোনো একটি বিষয়ে তার বিবাদ ছিলো। সে উক্ত বিষয়ে পিতার মতামত জানতে

www.pathagar.com

চাইলে পিতা বললেন, তুমি আদালতে মামলা দায়ের করো। যথারীতি আদালতে মামলা দায়ের করা হলো। আদালতে শুনানীর পর কাযী শুরাইহ্ তার ছেলের দাবি নাকচ করে দিয়ে মামলা খারিজ করে দিলেন। পরবর্তী সময়ে ছেলে পিতাকে বললো, আপনার এ রায় আগে-ভাগে জানিয়ে দিলে তো আমার আর মামলা করার প্রয়োজন পড়তো না। কাযী শুরাইহ্ এক অদ্ভুত জওয়াব দিলেন। তিনি বললেন, আমার ফায়সালার কথাটা যদি তুমি পূর্বাহ্নেই জেনে ফেলতে তাহলে প্রতিপক্ষের সাথে আপোস-মীমাংসা করে সেই জিনিসটি তুমি নিয়ে নিতে যা আদালতের রায়ে তোমার প্রাপ্য ছিলো না।

* যামানত সম্পর্কিত এক মামলায় তিনি তার ছেলে 'আবদুল্লাহকে জেলে পাঠিয়ে দেন। আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে তার খাদেমকে বললেন, 'আবদুল্লাহকে চাদর ও বিছানাপত্র জেলখানায় পৌঁছে দাও। একবার কোনো এক প্রেক্ষিতে তিনি ছেলেকে বলেন ঃ বেটা, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি তোমার তুলনায় আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

* তার সময়কার রাষ্ট্রীয় শক্তি তাকে সঠিক রায় প্রদান থেকে কখনো বিরত রাখতে পারেনি। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দিলে তৎকালীন আমীর 'আবদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ লোকটিকে মুক্তি দেয়ার জন্য শুরাইহকে নির্দেশ দেন। তিনি জবাবে বললেনঃ "হে আমীর! জেলখানা আপনার। জেলখানার অফিসার আপনার। আপনি হুকুম দিলে সে আপনার কথা শুনবে। কিন্তু আমি কোনোমতেই আসামীকে মুক্তি দিতে পারবো না। (প্রাগুক্ত)

* কাযী শুরাইহ্ আদালত কক্ষে 'উলামা-মাশায়েখদেরকে তার পাশে বসতে দিতেন। তিনি মামলার পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন। একবার আশ-'আছ ইবনু কায়েস আদালতে এলে একজন প্রাজ্ঞ 'আলিম হিসেবে তিনি তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন ঃ "হে শায়খ! এখানে আসুন। এই বলে তিনি তাকে তার পাশে বসতে দিলেন। এ সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমি আশ'আছ ইবনু কায়েসের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করার জন্য আদালতে এসেছি। এ কথা শোনামাত্র কাযী শুরাইহ্ আশ'আছ ইবনু কায়েস'কে বললেন ঃ যান, বাদী পক্ষের লোকদের সাথে গিয়ে বসুন। আশ'আছ ইবনু কায়েস বললেন, অসুবিধা নেই, আমি এখানেই বসি।

www.pathagar.com

আপনি বিচার করে ফায়সালা দিন। তিনি বিরক্তির স্বরে বললেন ঃ আপনাকে উঠিয়ে দেয়ার আগে আপনি নিজেই উঠে যান। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

* কাযী শুরাইহ্ যে কোনো বিষয় খুব দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। কোনো পক্ষের বাহ্যিক অবস্থা এবং আবেগ প্রবণতা তাকে কখনো প্রভাবিত করতে পারতো না। একবার এক মহিলা তার আদালতে মামলা করতে এসে কান্না জুড়ে দিলো। ইমাম শা'বী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহিলাটির কান্না তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করলো। তিনি বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই মহিলাটি নির্যাতনের শিকার। তার কথা শুনে কাযী শুরাইহ্ বললেন ঃ শা'বী! ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরাও তার পিতার নিকট কান্না বিজড়িত কণ্ঠেই হাযির হয়েছিলো। কাযী শুরাইহ্ ঠিকই বলেছিলেন এবং এতে অনুমান করা যায়, তিনি কতটা বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদ্রষ্টা ছিলেন।

* কাযী শুরাইহ্ বলেন ঃ বিচারকের অনেক সময় এমন আবেগ ঘন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যখন কোনো এক পক্ষের ভাবাবেগে প্রভাবিত হয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার মারাত্মক আশংকা দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কোনো বিচারক যদি নিজেকে আয়ত্বে রাখতে সক্ষম না হয় এবং কোনো ঘটনা বা অপরাধ প্রমাণ করার জন্য শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত দলীল প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য না রাখা হয় তাহলে বিচারক নিজেই অন্যায়কারী হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

* একবার এক মহিলা আমীরে শরী'আত মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাত উল্লাহ রাহমানীর নিকট কাঁদতে কাঁদতে হাযির হয়। তার চোখের অশ্রু ও জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তিনি তার স্বামীকে ডেকে পাঠান। অবশেষে বিষয়টি তদন্তের পর জানা গেলো যে, মহিলাটি বড়ই যালিম। সে স্বামীকে রোজ মারধর করে। এমনকি এর ফলে তার সারা পিঠে দাগ পড়ে গেছে। স্বামী সারাদিন পরিশ্রম করে যা আয় করে স্ত্রী সন্ধ্যায় তা নিয়ে নেয়। এক কাপ চা ও একটি বিড়ির পয়সার জন্যও তাকে স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হতে হয়।

* কাযী শুরাইহ্ বলেন, মামলাকারী পক্ষ বিচারকের জন্য একটি রোগ সমতুল্য। আর এ রোগের প্রতিষেধক হলো সাক্ষী। আমি কখনো সাক্ষীকে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে বিব্রত করি না। কোনো পক্ষকে তার দলীল প্রমাণ বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি না। তিনি আরো বলেন, আমি তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা ও আলামত লক্ষ্য করার জন্য নিযুক্ত হইনি। আমাকে তোমাদের মাঝে ফায়সালা দেবার জন্য নিযুক্ত

www.pathagar.com

করা হয়েছে। আমার ফায়সালা কেউ মেনে নিলে তো ভালো কথা, নতুবা আমি তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবো যে পর্যন্ত না সে আমার ফায়সালা মেনে নেয়।

* কাযী শুরাইহ্ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুগান্তকারী ফায়সালা দিয়ে গেছেন যা আজো আমাদের জন্য নমুনা স্বরূপ। আজকাল স্ত্রীর দেন-মোহরের প্রশ্নে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, স্ত্রী স্বামীকে দেন-মোহর মাফ কর দিয়েছিলো। অনেক সময় বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে চতুর স্বামী নব বধূর কাছ থেকে মোহর মাফ চেয়ে নেয়। অনেক সময় দেখা যায়, স্বামীর মৃতদেহ পড়ে আছে। এমন নাজুক মুহূর্তে স্ত্রীকে বলা হয় : "দেন মোহর মাফ করে দাও"- যখন তার পক্ষে 'না' করার মত কোনো অবস্থা থাকে না। এহেন পরিস্থিতিতে মাফ করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ সম্পর্কে 'উমার ফারুক (রা) কাযী শুরাইহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন : "কোনো নারীর ঘরে একটি সন্তান না আসা পর্যন্ত কিংবা স্বামীগৃহে এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর কোনো দানকে অথবা তার কোনো প্রাপ্য ক্ষমা করে দেয়াকে অনুমোদন দেবে না।" কেননা বিয়ের পর প্রাথমিক দিনগুলোতে নারীরা সারধারণত ভীষণ আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে।

* একবার কাযী শুরাইহ্-এর আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হলো। মামলার বিষয় ছিলো : বিয়ের পর পরই স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে কিছু দান করেছিলো। এখন তারা উভয়ে উভয়ের দান ফেরত নিতে চায়। কাযী শুরাইহ্ তার রায়ে বললেন ঃ যদি মহিলাটি তার দান ফেরত নিতে চায় তাহলে এই দানকে আমি বাতিল করবো। অর্থাৎ সে এই দান ফেরত নিতে পারবে। কিন্তু স্বামী যদি তার দান ফেরত নিতে চায় তাহলে আমি এর অনুমতি দেব না। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হয়। কাযী শুরাইহ্ স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীকে তার প্রদত্ত জিনিস ফেরত নেয়ার অধিকার দিতেন। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃ.)

* আবু জা'ফর বলেন, একবার কাযী শুরাইহ্-এর আদালতে এক দম্পতি উপস্থিত হলো। স্বামী দাবী করলো, আমার স্ত্রী তার প্রাপ্য দেন-মোহর মাফ করে দিয়েছে এবং তার দাবীর সপক্ষে সে সাক্ষীও হাযির করলো। কাযী শুরাইহ্ তার দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি দেন-মোহরের অর্থ তার হাতে তুলে না দাও আমি এই ক্ষমাকে অনুমোদন করবো না। অর্থাৎ দেন-

www.pathagar.com

মোহরের অর্থ তার হাতে তুলে দেয়ার পর যদি সে তোমাকে মাফ করে দেয় এবং ঐ অর্থ তোমাকে ফেরত দেয় কেবল তখনি আমি এটা অনুমোদন করবো। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৫৩ পৃ.)

* মৃত স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে স্ত্রীর প্রাপ্য অংশের বিনিময়ে ওয়ারিসরা কিছু নগদ অর্থ দিয়ে অনেক সময় আপোস-মীমাংসা করে নেয়। বিষয়টি কাযী শুরাইহ্-এর আদালতে গেলে তিনি তা অনুমোদন করলেন না। তিনি বললেন : স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না জানা পর্যন্ত এবং স্ত্রীর প্রাপ্যের পরিমাণ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত এই আপোস-মীমাংসার কোনো মূল্য নেই। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৩১. পৃ.)

* তালাকে আল্ বাত্তাহ বা এক সাথে তিন তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে তার অভিমত ছিলো : এতে মৌলিকভাবে তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। কিন্তু তালাকের সংখ্যার ব্যাপারটা স্বামীর নিয়তের উপর নির্ভর করবে। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃ.)

* পিতা কন্যার দেন-মোহরের অর্থ কন্যাকে না দিয়ে নিজেই নিয়ে নিলো। এমন একটি মামলায় কাযী শুরাইহ্ পিতাকে জেলে প্রেরণ করেন।

* ওসিয়াতের ব্যাপারে কাযী শুরাইহ্ বলতেন : ওসিয়াতকারী ওয়ারিসদের অনুমতি সাপেক্ষেও যদি এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়াত করে তবুও তার মৃত্যুর পর ওয়ারিসদের জন্য ঐ ওসিয়াত বাতিল করার অধিকার থাকবে।

* তিনি ডাক্তার বা চিকিৎসকদের উপর কোনোরূপ জরিমানা আরোপ করতেন না। তার মতে কোনো চিকিৎসক ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল চিকিৎসা করেন না।

* একবার এক মহিলা তার নিকট এই মর্মে আবেদন জানালো যে, আমার স্বামী আমাকে রিজ'ঈ তালাক (যে তালাকের পর 'ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় স্বামীর কাছে ফিরে আসা যায়) দেয়। 'ইদ্দত শেষে অর্থাৎ তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর আমি অন্য এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং তার সাথে দৈহিক সম্পর্কও হয়। এখন প্রথম স্বামী বলছে, আমি তো 'ইদ্দতের মধ্যেই তোমাকে রুজু' করেছিলাম। অর্থাৎ তোমাকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তার বক্তব্য শুনে কাযী শুরাইহ্ প্রথম স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, যেভাবে তুমি এ মহিলাকে তালাকের বিষয়টা অবহিত করেছিলে অনুরূপভাবে ফিরিয়ে আনার খবরটা তাকে জানালে না কেন? এই বলে কাযী শুরাইহ্ মহিলার দ্বিতীয় বিয়ে বহাল রাখলেন এবং পূর্বের স্বামীর দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৩৭ পৃ.)

www.pathagar.com

* এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদে বাড়ি ভাড়া নেয়ার পর কোনো কারণে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই বাড়ির চাবি মালিকের হাতে দিয়ে বাড়ি খালি করে দিলো। এ বিষয়টি কাযী শুরাইহ্-এর আদালতে গেলে তিনি বললেন, এক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াকে অভিযুক্ত করা যাবে না। বরং ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে।

* কাযী শুরাইহ্-এর মতে, স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় যদি স্বামী মারা যায় তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে স্ত্রীর খোর-পোষের ব্যয় বহন করতে হবে।

* কোনো ব্যক্তি গোপনে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করলো অতপর আদালতে গিয়ে সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করলো। কাযী শুরাইহ্ এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন।

* একবার একটি বিশেষ ঘটনা তার আদালতে পেশ করা হলো। ঘটনাটি এই যে, এক ব্যক্তি মারা গেলো। সে তার জীবদ্দশায় নিজের মেয়েকে কিছু অলংকার দিয়েছিলো। তার বৈমাত্রেয় ভাই দাবি করলো, বোনের নিকট যে অলংকার রয়েছে তাও পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে বণ্টন হওয়া উচিত। কাযী শুরাইহ তার রায়ে বললেন : অলংকার সেখানেই থাকবে যেখানে তোমার পিতা রেখে গেছেন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় ব্যবহারোপযোগী কোনো জিনিস তার কোনো সন্তানকে দিয়ে গেলে তার মৃত্যুর পর ঐ জিনিস তার পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য করে বণ্টন করা যাবে না। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৩৯ পৃ.)

* যদি কোন ব্যক্তি কারো বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে এবং তার পাহারারত কুকুর তাকে কামড় দেয় তাহলে বাড়ির মালিকের উপর তিনি কোনোরূপ জরিমানা আরোপ করতেন না।

* কোনো ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় তার ভবিষ্যত কোনো ওয়ারিসের কোনো ঋণের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিলে কাযী শুরাইহ্ তা অনুমোদন করতেন না– যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে তার প্রমাণ না মেলে। অবশ্য ওয়ারিস বহির্ভূত কারো ঋণের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিলে তিনি তা অনুমোদন করতেন। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৫০ পৃ.)

* কাযী শুরাইহ্ বিয়ের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করাকে বৈধ মনে করতেন। একবার যায়িদ ইবনু শাইবানের কন্যা উম্মু 'আবদুল্লাহ দাবি করলেন যে, তার স্বামী তাকে এই শর্তে বিয়ে করেছিলেন যে, যদি সে তাকে তার নিজের বাড়িতে থাকতে দেয়

www.pathagar.com

তাহলে তার মোহর হবে দুই হাজার দিরহাম। আর যদি সে তাকে তার নিজের বাড়িতে না রেখে অন্য কোথাও নিয়ে যায় তাহলে তার মোহর হবে চার হাজার দিরহাম। স্বামী যেহেতু তাকে তার নিজের বাড়িতে রাখেনি, সেহেতু তার মোহর চার হাজার দিরহাম হওয়া উচিত। কাযী শুরাইহ্ উক্ত মহিলার দাবির প্রতি সমর্থন দিলেন এবং তাকে চার হাজার দিরহাম মোহর দেয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।

* এক ব্যক্তি কাযী শুরাইহ্-এর নিকট গিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করলো যে, সে তার জীবদ্দশায় তার যাবতীয় সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে চায়। কাযী শুরাইহ্ বললেন : তোমার নিজের হাতে বণ্টন করার প্রয়োজন নেই। বরং তা বণ্টনের ভার সেই সত্তার (আল্লাহর) হাতে ছেড়ে দাও যিনি তোমার তুলনায় তাদের অধিক মঙ্গলাকাংখী।

* একবার তার আদালতে কিছু লোকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হলে তিনি তাদেরকে ধমকের সুরে কিছু বললেন। তারা বললো, শুধু অভিযোগ ও সন্দেহের প্রেক্ষিতেই আপনি আমাদেরকে শাসাচ্ছেন? কাযী শুরাইহ্ বললেন : কসাইর হাতে যবাইকৃত বকরীর কলিজা যদি গায়েব হয়ে যায় তাহলে এ ব্যাপারে কসাইকে ছাড়া আর কাকে জিজ্ঞেস করা যাবে? (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৭৪ পৃ.)

* তার মতে মৃত্যুকালীন সময়ে দেয়া তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলতেন, স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিস হবে।

* তিনি অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দেয়া সঠিক মনে করতেন না।

* স্বামী যদি মৃত্যুকালে স্বীকৃতি দেয় যে, স্ত্রী তার নিকট মোহর পাওনা আছে, এমতাবস্থায় কাযী শুরাইহ্ তার স্বীকৃতিকে বৈধ মনে করতেন। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৮৯ পৃ.)

* ঋণের ক্ষেত্রে পরিমাণ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তিনি সাক্ষীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি ন্যূনতম পরিমাণ ঠিক করে দিতেন। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

* এক ব্যক্তির জায়গায় যদি অপর ব্যক্তি বাড়ি নির্মাণ করে এক্ষেত্রে তিনি দেখতেন বাড়িটি জায়গার মালিকের অনুমতিক্রমে নির্মাণ করা হয়েছে নাকি বিনা অনুমতিতে। যদি মালিকের বিনা অনুমতিতে নির্মাণ করা হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিতেন এবং বাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত সামগ্রী বাড়ি নির্মাণকারীকে দিয়ে দিতেন। আর যদি মালিকের অনুমতিক্রমে নির্মাণ করা হয়ে

www.pathagar.com

থাকে তাহলে বাড়ি নির্মাণের যাবতীয় খরচ জায়গার মালিক থেকে আদায় করতেন। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ২৯১ পৃ.)

* কাযী শুরাইহ্ পিতা কর্তৃক পুত্রকে ওয়াক্ফ করা বৈধ মনে করতেন না। তিনি বলতেন, যে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর মীরাসী আইনকে ভণ্ডুল করা এমন ওয়াক্ফ কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড ২৯৫ পৃ.)

* এক মামলার রায় দিতে গিয়ে কাযী শুরাইহ্ বলেন : "আমি তোমার পক্ষে রায় দিচ্ছি। যদিও আমার ধারণানুযায়ী তুমি অপরাধী। কিন্তু আমি তো আমার ধারণার ভিত্তিতে রায় দিতে পারি না। আমাকে তো সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিতে হয়। তবে মনে রাখবে, আমার ফায়সালা সেই জিনিসকে হালাল করতে পারে না যা আল্লাহ তোমার জন্য হারাম করেছেন। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.)

কাযী ইমাম আবু ইউসুফ

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ৯১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম ইয়াকুব। উপনাম আবু ইউসুফ। তার বংশ পরম্পরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবী সা'দ ইবনু হাবতার সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। তিনি ইমাম আবু হানিফার (রহ) যোগ্যতম শাগরিদ। যার স্বাভাবিক প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের অদম্য আকাংখা দেখে ইমাম আবু হানিফা (রহ) তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তার মাতা স্বীয় দারিদ্র্যের কারণে চাচ্ছিলেন, তার ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোনো ধোপার নিকট কাজ করুক এবং কিছু আয় রোযগার করে পরিবারের বোঝা হালকা করুক। এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ) তাদের আর্থিক অভাব অনটনের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিলেন এবং নিজের প্রিয় ছাত্র আবু ইউসুফের জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

তার জ্ঞান অন্বেষণের আকাংক্ষা এতটা প্রবল ছিলো যে, তিনি নিজেই বলেন : আমার এক ছেলে মারা গেলে আমি তার দাফন কাফনে শরীক হতে পারিনি। আমি আমার প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের উপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। শুধু এ আশংকায় যে, তার দাফনে অংশ নিতে গেলে আমি ইমাম আবু হানিফার (রহ) দারস্ ও তার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবো এবং এ জন্যে আমাকে সারা জীবন আফসোস করতে হবে। (মানাকিবি আবু হানিফা; ১ম খণ্ড, ৪৭২ পৃ.)

ইমাম আবু ইউসুফ তার জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো অত্যন্ত অভাব-অনটন ও

www.pathagar.com

দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। তার স্ত্রী বলেন, আর্থিক দৈন্যতার কারণে আমরা অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতাম। আবু ইউসুফ সারাদিন ইমাম আবু হানিফার (রহ) নিকট থাকতেন। কখনো রাতের বেলা আসতেন। আবার কখনো রাত্রিও সেখানে কাটাতেন। একবার আমি ইমাম আবু হানিফার (রহ) নিকট গিয়ে অভিযোগ করলাম, আবু ইউসুফ আমাদের নিয়মিত দেখাশোনা করছেন না এবং আমাদের খরচপাতির ব্যাপারেও তিনি উদাসীন। ইমাম আবু হানিফা (রহ) বললেন : তোমরা মোটেই চিন্তা করো না। তোমাদের ঐ কষ্ট স্বল্প সময়ের জন্য। অচিরেই আবু ইউসুফ বিরাট সুখ্যাতির অধিকারী হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার অসীম কৃপায় তোমাদেরকে আশাতীত নি'আমাত দান করবেন। ইমাম আবু হানিফার (রহ) এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ নিতে বেশি সময় লাগেনি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন। এক সময় আমাদের জীবনে এতটা স্বচ্ছলতা আসলো যে, আমি আবু ইউসুফকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মোট সম্পদের হিসাব কি আপনার কাছে আছে? তিনি জওয়াব দিলেন, পুরো হিসাব নেই। তবে এতটুকু জানা আছে যে, আমার নিকট বর্তমানে সাত শ' খচ্চর ও তিন শ' ঘোড়া আছে। (প্রাগুক্ত : ২য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃ.)

* একবার ইমাম আবু ইউসুফের নিকট একটি মামলা দায়ের করা হলো। মামলাটি ছিলো একটি বাগানের মালিকানা সম্পর্কিত। মামলার এক পক্ষ হলেন আমীরুল মু'মিনীন আর অপর পক্ষ হলেন একজন সাধারণ লোক। আমীরুল মু'মিনীনের দাবির পক্ষে দু'জন সাক্ষী বর্তমান ছিলো। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে ঐ সাধারণ লোকটির দাবিই সত্যি ছিলো। আমীরুল মু'মিনীন ইমাম আবু ইউসুফের নিকট জানতে চাইলেন, আমার মামলাটির ব্যাপারে আপনি কি ফায়সালা দিয়েছেন। তিনি বললেন, আপনার পক্ষের লোকেরাই বলছে আমি যেনো আমীরুল মু'মিনের কাছ থেকে এ মর্মে শপথ নেই যে, তাঁর সাক্ষীরা সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমীরুল মু'মিনীন বললেন, আপনার অভিমতও কি তাই? অর্থাৎ আমাকে হলফ করে সাক্ষীদের সাক্ষ্য সত্যায়ন করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ বললেন ঃ ইবনু আবু লাইলা (আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষের লোক) এমন অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তখন আমীরুল মু'মিনীন বললেন ঃ বাগানটি তাকেই ফেরত দেয়া হোক। (প্রাগুক্ত : ১ম খণ্ড, ৪৭৫ পৃ.)

* ইমাম আবু ইউসুফ তার জ্ঞান গরিমা, শিক্ষাগত অবস্থান ও পদমর্যাদা সম্পর্কে

www.pathagar.com

অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন ছিলেন। তার শিক্ষাগত অবস্থানকে তিনি কখনো অপমানিত ও ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি।

একবার এক বিশেষ মাজলিসে খলীফা হারুনুর রশীদ তাকে বললেন ঃ তুমি কি জানো তুমি কার পাশে বসে আছো? উদ্দেশ্য ছিলো তার খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার অহংকার ব্যক্ত করা। তিনি তৎক্ষণাত জবাব দিলেন, আপনার কি জানা আছে আপনি কার সাথে বসে আছেন? খলীফা হারুনুর রশীদ বললেন, হাঁ, আবু ইউসুফের সাথে। ইমাম আবু ইউসুফ বললেন, আপনি হাশেমী বংশের হওয়ার কারণে যদি আপনার বংশগত অহংকার থাকে তাহলে মনে রাখবেন, আপনার ন্যায়, হাশেমী বংশের আরো অসংখ্য লোক রয়েছে। আর আমি হলাম (স্বীয় জ্ঞান ও ইলমী অবস্থানের দিক থেকে) দুনিয়ার বুকে আমার সময়কার একমাত্র ব্যক্তি। তার কথা শুনে খলীফা বললেন ঃ হায়, কতইনা ভালো হতো যদি আমি খলীফা না হয়ে কুলী হতাম আর আমার মাঝে থাকতো ইল্‌ম ও শিক্ষার মহামূল্যবান সম্পদ।

* একবার ইমাম আবু ইউসুফ এক ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলেন। খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি লোকটির সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন কেন? তিনি জওয়াব দিলেন। এ কারণে যে, লোকটি নিজেকে 'আবদুল খলীফা (খলীফার গোলাম) বলেছে। মানুষ তো আল্লাহর গোলাম, খলীফার গোলাম নয়।

তথ্যসূত্র :

মঈনুল হুক্কাম, মাবসূত, আদাবুল কাযী, তাবাকাতে ইবনু সা'দ, যাদুল মা'আদ, ই'লামুল মু'আক্কিঈন, বাদায়ি'উস সানায়ে'।

www.pathagar.com

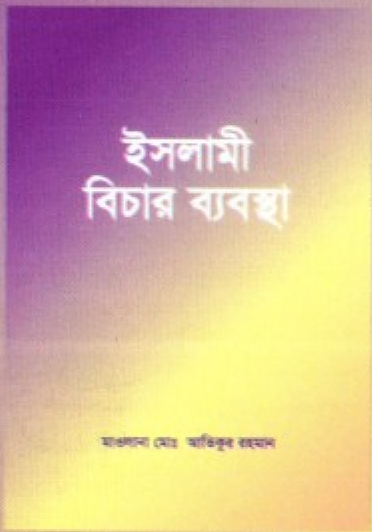

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com